কুলসারসংগ্রহ।

শ্রীরোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।
ভিক্টোরিয়া প্রিন্টিংওয়ার্কস্ প্রেশে
শ্রীপ্রেমচাঁদ সাহা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৯ নং. সিমুলিয়া ষ্ট্রীট।

১২৯২

কুলসারসংগ্রহ।

শ্রীরোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।
ভিক্টোরিয়া প্রিন্‌টিংওয়ার্কস্ প্রেশে
শ্রীপ্রেমচাঁদ সাহা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৯ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট।

১২৯২

কলিকাতা সিমলা হরিতকীবাগান নিবাসী বল রামজ গোপাল চন্দ্র।

Cornwallis Litho Works

মুখবন্ধ।

বঙ্গবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আপন আপন বংশাবলী অবগত হওয়া উচিত। মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে কি জন্য পঞ্চগোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের বংশে দোবে চোবে পাঁড়ে ইত্যাদি উপাধি না হইয়া মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বটব্যাল, মাষচটক, ইত্যাদি উপাধি হওয়ার কারণ কি, এবং এক এক জনেরবংশে এক এক প্রকার শ্রেণী না হইয়া কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ কেন হইয়াছে, ঘটক মহাত্মারাই বা কিজন্য কুলীন সম্প্রদায়ের বংশ কীর্ত্তন করেন, এই সকল বিষয় বর্ত্তমান সময়ের কয়েকজন কুলীন ও ঘটকমহোদয় ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই অবগত নহেন। আমি সর্ব্বসাধারণকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করাইবার জন্য প্রায় ৫।৬ বৎসর কাল পর্য্যটন করিয়া বঙ্গাগত ভট্ট-নারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি, অর্থাভাব প্রযুক্ত আমার অভিলাষ পুর্ণ হইতেছে না।

অধুনা আমার সগোষ্ঠী কলিকাতা সিমলা হরীতকী বাগান নিবাসী পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয় এই কুলসারসংগ্রহ গ্রন্থান্তর্গত পঞ্চব্রাহ্মণের আমূল ইতিহাসের সহিত ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ গোষ্ঠী সম্ভূত বলরাম ঠাকুরের বংশাবলী খণ্ড মুদ্রিত করিবার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করায়, এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। অতএব তাঁহার সমীপে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং ভরসা করি এ গ্রন্থ দেখিয়া অন্যান্য মহাত্মাগণও অবশিষ্ট সমগ্র গ্রন্থ বা নিজ নিজ বংশাবলী প্রকাশের জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন।

এ গ্রন্থ অন্য কোন গ্রন্থের অনুবাদ নহে। সুবিখ্যাত মৃত গৌরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘটক মহাশয়ের মূল নামক গ্রন্থ, বলাগড় নিবাসী মদীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺ গোপালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূল, ৺ রমানাথ ঘটক মহাশয়ের কুলমঞ্জরী, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মিশ্র গ্রন্থ, এবং ৺ রামহরি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের মেলমালা অবলম্বন করিয়া কালীঘাট নিবাসী সুবিখ্যাত দুর্গাচরণ ন্যায়ভূষণ ঘটক মহাশয়ের উপদেশানুযায়ী নব্য বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া কুলসারসংগ্রহ নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণীত হইল। বলাগড় নিবাসী এম,এ, বি,এল, উপাধি প্রাপ্ত মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন, এবং কলিকাতা ইনস্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমের সহিত প্রুফ্ সংশোধন করিয়াছেন। উপরোক্ত মহাত্মাগণের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম।

মাননীয় ঘটক ও কুলীন মহাত্মাদের সমীপে নিবেদন এই যে এই গ্রন্থের কোন স্থলে যদি কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্টি করেন অনুগ্রহ করিয়া বলাগড় ঠিকানায় আমার নিকট পত্র লিখিলে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করিব। পণ্ডিত সম্প্রদায় এবং পাঠক মণ্ডলীর প্রতি অনুরোধ, কুলসারসংগ্রহের কোন স্থলে ভ্রম দর্শন করিলে পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন তাহা হইলে যার পর নাই বাধিত হইব।

শ্রীরোহিণীকান্ত শর্ম্মা।

১২৯২ }
৩০এ আষাঢ় }

সাং বলাগড়
জেলা হুগলী।

কুলসারসংগ্রহ।

বঙ্গদেশে সদাচার সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ না থাকায়, বঙ্গাধিপতি আদিশূর পুত্রেষ্টি-যাগ নিমিত্ত কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীরসিংহের সমীপে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক ৯৫৪ শাকে সদার সভৃত্য পঞ্চগোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

আদিশূরের পত্র।

নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ।
ময়ি বরসহিতাস্তে ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি(১) মম গৌড়ে প্রাপয়ত্বং নিতান্তম্॥

---

(১) প্রবাদ আছে মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ করণ নিমিত্ত পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এ জন্য আদিশূরের পত্রে পুনরপি শব্দ লিখিত আছে।

শ্লোক।

কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিবৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতা সর্ব্বে আদিতা শ্চাভিমন্ত্রিতঃ॥
গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয় মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাতয়ঃ॥

বীরসিংহের প্রত্যুত্তর।

মহারাজ রাজা আদিশূরো মহাত্মা ত্বয়া বীরসিংহস্য মে হস্তাদি সখ্যম্।
তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান্॥

পঞ্চ ব্রাহ্মণের গোত্র ও নাম নির্ণয়।

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপোবাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণিঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তত্রাদৌ সর্ব্বতো মান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ(১) কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষোহর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের শাকনির্ণয়।

বেদবাণাঙ্ক-শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষ শ্ছান্দড়ো বেদগর্ভকঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ সাগ্নিকবংশসম্ভবাঃ।
আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ।
সস্ত্রীকাঃ সহপুত্রৈশ্চ সহভৃত্যৈশ্চ তে তথা॥

পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ নগরের কোন্ কোন্ প্রদেশ হইতে আগমন করেন, তদ্বিবরণ ও ভৃত্যাদির নাম ও গোত্র নির্ণয়।

পঞ্চকোটিঃ কামকোটি র্হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥

---

(১) ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার-নাটক-প্রণেতা। শ্রীহর্ষ নৈষধ-গ্রন্থ রচনা করেন।

ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ-প্রদেশস্থ পঞ্চকোটি গ্রাম হইতে বঙ্গদেশ আগমন করেন;—তদ্ভৃত্য সৌকালীন-গোত্রসম্ভূত মকরন্দ ঘোষ। দক্ষ কামকোটি গ্রাম হইতে আইসেন,—ভৃত্য গৌতমগোত্রের দশরথ বসু। ছান্দড় হরিকোটি গ্রাম হইতে আগমন করেন,—ভৃত্য মৌদ্‌গল্য-গোত্রের পুরুষোত্তম দত্ত। শ্রীহর্ষ কঙ্ক গ্রাম হইতে আগমন করেন,—ভৃত্য কাশ্যপগোত্রের বিরাট গুহ। বেদগর্ভ বটগ্রাম হইতে আইসেন,—ভৃত্য বিশ্বামিত্রগোত্রের কালিদাস মিত্র।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গ দেশে আগমন।

গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়াঃ।
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥

মহারাজ আদিশূরের প্রার্থনামতে কান্যকুব্জরাজ-প্রেরিত পঞ্চব্রাহ্মণ, সস্ত্রীক, সভৃত্য, যজ্ঞোপকরণ সহিত বিক্রমপুরের রাজদ্বারে উপনীত হইলে দ্বারবান্ রাজসমীপে সংবাদ দেয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ পঞ্চ কোন্ কোন্ বেশে আগমন করিয়াছেন। দ্বারবান্ পুটাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, ব্রাহ্মণেরা স্ত্রী এবং ভৃত্যসহ গোযানে আরোহণ করিয়া চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ করত তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দ্বারবানের মুখে ব্রাহ্মণগণের বিষয় অবগত হইয়া অশ্রদ্ধাপ্রযুক্ত সাক্ষাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। দ্বারবানকে

বলিলেন ব্রাহ্মণদিগকে যাইয়া বল আমি কার্য্যান্তরে আছি এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না। দ্বারবান্ প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিলে, পঞ্চ মুনিবর রাজার মনোগত ভাব যোগবলে জ্ঞাত হইয়া আশীর্ব্বাদীয় পুষ্পাদি রাজদ্বারস্থ শুষ্ক মল্ল-কাষ্ঠোপরি অর্পণ করিয়া তথা হইতে গমনোন্মুখ হইলেন। অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ মল্ল-কাষ্ঠ জীবিত দৃষ্টে দ্বারবান্ পুনরায় রাজসমীপে সংবাদ দিলে, রাজা আদিশূর ব্রাহ্মণপঞ্চের নিকট সমাগত হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে স্তবস্তুতি করিয়া সম্মান-পুরঃসর ব্রাহ্মণদিগকে পুনঃ প্রত্যাগত করাইলেন। পরে বাসোপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন এ জন্য মহারাজা শ্রীহর্ষাদি চারিজনকে উপবেশন করাইয়া মধ্যস্থলে ভট্টনারায়ণকে বসাইয়াছিলেন। যজ্ঞান্তে আদিশূর তাঁহাদিগকে দান গ্রহণ করিতে বলেন, তাহাতে সকলেই প্রথমত অসম্মত হন; পরে হোতাপ্রযুক্ত ভট্টনারায়ণ দানস্বরূপ অল্প মুল্যে অনেক গুলি গ্রাম ক্রয় করেন।

তথাহি।

ক্ষিতীশপুত্রস্য ভট্টস্য লোকাতীত কর্ম্ম ভৃশং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টোরাজাহ প্রভোময়া কিয়ন্তো গ্রামা দীয়ন্তে কৃপয়া তান্ গ্রহীতু মর্হসি। ভট্টঃ প্রাহ দুষ্প্রতি-গ্রহণ-হিরণ্য-তিল-লৌহাদিসহিতা গ্রামা ময়ানুগ্রহীতব্যাঃ। রাজাহ অনুগৃহীতেন কিঙ্করেণ ময়া তদা কিংকর্ত্তব্যং মম পারলৌকিকী

সদ্গাতিঃ কথং ভবিষ্যতি। ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ মমধনানি বহূনি বিদ্যন্তে, তৈর্ময়া কতিচিৎ গ্রামাঃ ক্রীয়ন্তে ভবতা বিক্রীয়তাং ভবতো যদি মমোপকারে বাঞ্ছা স্যাৎ তদৈব সমুচিতপ্রকারঃ ক্রিয়তাং। বাঢ় মিত্যুক্ত্বা স্বল্পেন মূল্যেন বহবো গ্রামা বিক্রীতাঃ। তে প্রতিবর্ষস্য লব্ধব্যকরা গ্রামান্তরলব্ধব্য করে বর্দ্ধিতাঃ ভট্টেনচ ক্রীতা গ্রামাশ্চতুর্ব্বিংশতিবর্ষান্ নিষ্করত্বেন বুভুজে।

রাজসভায় পঞ্চ ভৃত্যের পরিচয়।

মহারাজা আদিশূর যজ্ঞান্তে পঞ্চব্রাহ্মণের ভৃত্যদিগকে সভায় আহ্বান করত পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় পুরুষোত্তম দত্ত ব্যতীত অপর চারিজন ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজা যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর তাহাদিগের বাসোপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পুরুষোত্তম দত্ত দাসভাব স্বীকার না করায় তাহার সম্মান করিলেন না, কেবল বাসের জন্য এক খানি গ্রাম প্রদান করিলেন।

দশরথ বসুর পরিচয়।

কাশ্যপৈচৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥

মকরন্দ ঘোষের পরিচয়।

শাণ্ডিল্য-গোত্র-সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসো হয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥

বিরাট গুহের পরিচয়।

ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ ॥

কালিদাস মিত্রের পরিচয়।

সাবর্ণো গোত্র নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্ত্বয়ং।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ কায়স্থবংশসমুদ্ভবঃ ॥

পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয়।

বাৎস্যগোত্রেচ সম্ভূত শ্ছান্দড় শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজোদত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ ॥

ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে অবস্থিতি।

মহারাজা আদিশূরের নিকট হইতে ভট্টনারায়ণ অল্প মূল্যে অনেক গ্রাম ক্রয় করিয়া বঙ্গ দেশে শ্রীহর্ষাদির সহিত বাস করিতে লাগিলেন। কালসহকারে ভট্টনারায়ণের ষোল, দক্ষের ষোল, শ্রীহর্ষের চারি ছান্দড়ের এগার ও বেদগর্ভের বার সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচ জনের উনষষ্টি সন্তান জন্মে।

কুলশাস্ত্রোদ্ধৃতবচনং।

ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
চত্বারঃশ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশো বেদ গর্ভতঃ।
একাদশসমাখ্যাতো শ্ছান্দড়স্য তনুদ্ভবাঃ।

আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে গাঁই-আখ্যা প্রদান।

কালক্রমে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণ লোকান্তরিত হইলে বংশধরেরা রীতিমত শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আদিশূর রাজা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের বংশ বিস্তার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন কোন প্রকার প্রভেদ না করিলে এ দেশস্থ সপ্তশতী ব্রাহ্মণাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবেক। অতএব পঞ্চ গোত্রের উনষাটি সন্তানকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করাইয়া বসতি গ্রামের নামানুসারে প্রত্যেককে গাঁই-আখ্যা প্রদান করিলেন। ভট্টনারায়ণ হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্রে তদ্বংশে গাঁই আখ্যা দেন। প্রবাদ আছে ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাহকে সর্ব্বাগ্রে ঐ আখ্যা প্রদান করেন, এ জন্য তাঁহার নামের পূর্ব্বে আদি শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে।

ভট্টনারায়ণের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারিকুলা কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেয়কোগড়ঃ।
আকাশঃ কেশরীমাষো বসুয়ারি করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শঃ স্মৃতাঃ।

আদৌ বন্দ্যবরাহঃ স্যাৎ রামো গড়গড়ীকোমতঃ।
নীপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব লালঃ কুসুমকুলিকঃ॥
বাটুঃস্যাৎ পারিহালোহংসৌ কুলভি গুঞ্জিনামকঃ।

গণো ঘোষালিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ঃ শাণ্ডেশ্বর স্তথা।
বুড়ো মাষচটক শ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তণঃ।
বস্থয়ারি স্তথা নীলঃ করালো মধুসূদনঃ।
কুশীচ কোয়নামা চ কুলীসশ্চৈব বাস্থকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামীচৈব মহামতিঃ॥
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজ পুজিতাঃ।

ভাষা।

নাম।	গাঁই।	গোত্র।
আদিবরাহ	বন্দ্যঘটী (বাঁড়ুরি)	শাণ্ডিল্য
রাম	গড়গড়ী	ঐ
নীপ	কেশরকুলা (কেশরী)	ঐ
লাল	কুসুমকুলি (কুসুম)	ঐ
বাটু (বটুক)	পারিহাল	ঐ
গুঞ্জি (গুঁই)	কুলভি	ঐ
গুণ (গুণমণি)	ঘোষলী	ঐ
শাণ্ড (সাহ)	সেয়ক (সেয়)	ঐ
বুড় (গণপতি)	মাষচটক	ঐ
বিকর্ত্তন (মহামতি)	বটব্যাল	ঐ
নীল (বিক)	বস্থয়ারি	ঐ
মধুসূদন	করাল	ঐ
কোয় (নিহ্নো)	কুশারি	ঐ
বাস্থ (শুভ)	কুলকুলী	ঐ
মাধব (বিভু)	আকাশ	ঐ
মহামতি (গুণ)	দীর্ঘাঙ্গী	ঐ

দক্ষের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

চট্টোহম্বলী তৈলবাটী পোড়ারি র্হড়গুড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা॥
মূলগ্রামী কোয়ারিশ্চ পলশায়ীচ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকাঃ॥

ধীরোহভবৎ গুড়গ্রামী নীরঃ স্যাদম্বুলীয়কঃ।
ভূরিগ্রামী শুভশ্চৈব শম্ভুঃস্যা তৈলবাটীকঃ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডিঃ স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ।
পলশায়ী পাল নামা হড়ঃ কাকোমতস্তথা॥
পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোহসৌ পালধিঃ রামনামকঃ।
কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটিঃ বনমালিকঃ॥
সিমলায়ী শ্রীহরিঃ স্যাজ্জটঃ পুষলীক স্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামীচ কেশবঃ॥
এতে যোড়শ সম্ভূতাঃ কাশ্যপাশ্চেতি সংজ্ঞকাঃ।

ভাষা।

নাম।	গাঁই।	গোত্র।
ধীর	গুড়	কাশ্যপ
নীর	অম্বুলী	ঐ
শুভ	ভূরিশ	ঐ
শম্ভু	তৈলবাটী	ঐ
কৌতুক	পীতমুণ্ডি	ঐ
সুলোচন	চাটুতি	ঐ

নাম	গাঁই।	গোত্র।
পাল্	পলশায়ী	কাশ্যপ
কাক	হড়	ঐ
কৃষ্ণ	পোড়ারি	ঐ
রাম	পালধি	ঐ
জন	কোয়ারি	ঐ
বনমালি	পাকড়াশী (পর্কটি)	ঐ
শ্রীহরি	সিমলায়ী	ঐ
জট	পূষলী	ঐ
শশিধর	ভট্ট	ঐ
কেশব	মূলগ্রামী	ঐ

শ্রীহর্ষের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

আদৌ মুখটী ডিণ্ডিচ সাহরী রায়ীক (রাইক) স্তথা।
ভরদ্বাজা ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ ॥

ধান্দু নামা মুখটীস্যাৎ জনঃস্যাৎ দীনশায়ীকঃ (ডিণ্ডিশায়ীকঃ)।
লালঃ সাহরীকো জ্ঞেয়ো রায়চ (রাইকো) রামনামকঃ ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতা এতে ভরদ্বাজ কুলোদ্ভবাঃ।

ভাষা।

নাম।	গাঁই।	গোত্র।
ধান্দু	মুখটী	ভরদ্বাজ
জন	ডিণ্ডশায়ী	ঐ
লাল	সাহরা	ঐ
রাম	রায়া	ঐ

ছান্দড়ের পুত্ত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

কাঞ্জিবিল্লী মহিন্তাচ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্‌পলী।
ঘোষালো বাপুলীশ্চৈব কাঞ্জারীচ তথৈবচ॥
পূর্ব্বগ্রামী দীঘাড়িশ্চ চোটখণ্ডী শিম্বলালকঃ।
বাৎস্যগোত্রে ইমে জাতা বিখ্যাতাঃ পৃথিবীতলে॥

রবির্মহিন্তা স্নুরভিশ্চ ঘোষঃ কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশা বাপুলা পিপ্‌পলাচ ধীরশ্চ পূতি র্নমু শঙ্করাখ্যঃ॥
বিশ্বম্ভরোঽভূৎ খলু পূর্ব্বগ্রামী, শ্রীশ্রীধরোঽ ভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লী।
নারায়ণো নামচ কাঞ্জারীচ, চোট্‌খণ্ডীক নামাগুণাকরঃ স্যাৎ,
মনো দীঘালো ভুবি চন্দ্র তুল্যা। বাৎসায়ণাস্তে কথিতাশ্চ পুত্ত্রাঃ॥

ভাষা।

নাম।	গাঁই।	গোত্র।
রবি	মহিন্তা	বাৎস্য
স্নুরভি	ঘোষাল	ঐ
কবি	শিম্বলাল	ঐ
মহাযশাঃ	বাপুলী	ঐ
শঙ্কর (নীর)	পিপ্‌লাই	ঐ
ধীর	পূতিতুণ্ড	ঐ
বিশ্বম্ভর	পূর্ব্বগ্রামী	ঐ
শ্রীধর	কাঞ্জিলাল	ঐ
নারায়ণ (হরি)	কাঞ্জারী	ঐ
গুণাকর (নীলাম্বর)	চোটখণ্ডী	ঐ
মনো	দীঘাল (দীঘাড়ি)	ঐ

বেদগর্ভের পুত্রাদির নাম এবং গাঁই নির্ণয়।

গাঙ্গুলিঃ পুংসিকোনন্দী ঘণ্টাকুন্দ সিয়ারিকাঃ।
ঘাটোনায়ী তথা দায়ী পারী বালি চ সিদ্ধলঃ।
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥
হলনামাচ গাঙ্গুলিঃ কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলো জ্ঞেয়ো দায়ীচ মদনোঽভবৎ॥
বিশ্বরূপ স্তথা নন্দী কুমারো বালীগ্রামকঃ।
যোগীসিয়ারিকো জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রামনামকঃ॥
দক্ষঃঘাটকসংজ্ঞোঽসৌ পারীচ মধুসূদনঃ।
ঘণ্টেশ্বরী মুরারিশ্চ নায়ারীচ গুণাকরঃ।
এতে পুত্রা মহাপ্রজ্ঞা সাবর্ণা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥

ভাষা।

নাম।	গাঁই।	গোত্র।
হল	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ
রাজ্যধর	কুন্দ	ঐ
বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	ঐ
মদন	দায়ী	ঐ
বিশ্বরূপ	নন্দী	ঐ
কুমার	বালী	ঐ
যোগী	সিয়ারি	ঐ
রাম	পুংসিক	ঐ

নাম	গাঁই	গোত্র
দক্ষ	ঘাটক (ঘাট)	ঐ
মধুসূদন	পারী	ঐ
মুরারি	ঘণ্টেশ্বরী	ঐ
গুণাকর	নায়ারী	ঐ

আদিশূরের বংশ।

বঙ্গাগত শ্রীহর্ষাদি পঞ্চ মহাজন। পুত্র সংখ্যা সবাকার উনষাটি গণন॥ গাঁই দিয়া মহারাজ করিলা স্থাপন। সপ্তশতী সাগ্নিকাদি করি নিরূপণ॥ পরে রাজা আদিশূর বার্দ্ধক্য দশায়। পুত্রে রাজ্য দিবে মনে করে অভিপ্রায়॥ ভূশূর নামেতে পুত্র আদি নৃপতির। মুনি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যার স্থির। দৈবাধীন ভূশূরের হইল মরণ। দুঃখ চিত্তে করে রাজা কালের হরণ॥ ভূশূর লোকান্ত পরে আদি নৃপমনি। নিজ সুতা লক্ষ্মীকে পুত্রিকা ধর্ম্মে আনি(১)॥ তাহার তনয় দেখি যান স্বর্গপুর। পুত্র বা কন্যার পুত্রে নাহি কিছু দূর॥ অশোক দৌহিত্র জান আদিনৃপতির। তাহার তনয় জন্মে শূরসেন ধীর॥ যাহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়। সামন্ত নামেতে তার হইল তনয়॥

---

(১) অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যা মলঙ্কৃতাং। অস্যাং যোজ্ঞায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি॥ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্দের দ্বিতীয় শ্লোক।

ভাষ।

এই ভাষা বাক্যি যদি কন্যা করে দান।
জামাতার পুত্র তার পুত্রের সমান॥

তাঁহার হেমন্ত নামে জন্মিল নন্দন। বিশ্বকতাত বলি যার জগতে ঘোষণ॥ কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার। কিন্তু সেনবংশে এক পাই সমাচার। আদিশূরের বংশাংশ সেনবংশ তাজা। বিশ্বকসেনক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥ বল্লালনৃপের পুত্র নামেতে লক্ষ্মণ। মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ॥ কেশব ভূপতি হয় মাধব তনয়। তার সুত গুণযুত সুষেণ(১) নাম হয়॥ যারকালে হিন্দুরাজ্য হইলেক ক্ষয়। বড় ধর্ম্মশীল রাজা কলিতে উদয়॥ বিনা যুদ্ধে যবনেরে রাজ্য সমর্পিয়া। নীলাচলে গেলা রাজা স্বগণ লইয়া॥

বল্লালসেনের রাজসিংহাসনারোহণ এবং কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বংশোদ্ভবদিগকে মর্য্যাদাপ্রদান ও কুলীন, গৌণ এবং শ্রোত্রিয় নির্ণয়।

মহারাজ আদিশূর হইতে পুত্রিকাধর্ম্মানুসারে অধস্তন নবম পুরুষে, বল্লালসেন আবির্ভূত হন। তিনি রাজসিংহাসনারোহণ করার অব্যবহিত পরে দেখিলেন, কনোজাগত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের বহুতর সন্তান-সন্ততি হইয়া বিস্তীর্ণ বংশ হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় আদি অনগ্নিক দ্বিজদল হইতে প্রভেদের কেবল গাঁই মাত্র পরিচায়ক আছে। অন্য কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকিলে উভয় শ্রেণীতে মিশ্রিত হওনের সম্ভব বিবেচনায় পূর্ব্বোক্ত উনষাটি গাঁইসম্ভূত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট

(১) ইহার দ্বিতীয় নাম লক্ষ্মণসেন অথবা লাক্ষ্মণ্যসেন।

দিবসে রাজসভায় আগমন করিতে অনুমতি করিলেন। নিরূপিত দিবসে প্রাতঃকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাঁহারা সকলেই রাজভবনে সমবেত হইলেন। মহারাজ বল্লালসেন দেবার্চ্চনা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে প্রাতরাগত ব্রহ্মণদিগকে আচারভ্রষ্ট বিবেচনা করিয়া গৌণ আখ্যা প্রদান করেন। বেলা এক প্রহরের সময় যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা শ্রোত্রিয়-সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। এবং দ্বিপ্রহরের সময় যাঁহারা সভাসীন হইয়াছিলেন তাঁহারাই প্রকৃত সদাচারপূত বলিয়া প্রধান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কৌলিন্যমর্য্যাদার ব্যবস্থাপন হয়; এবং পনর গাঁই গৌণ, ছত্রিশ গাঁই শ্রোত্রিয় ও অবশিষ্ট আট গাঁই কুলীন হইয়া উনষাটি গাঁই-সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন।

গৌণের গাঁই এবং গোত্র নির্ণয়।

দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলভী পোড়ারী রাইকেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তাগুড় পিপ্‌পলী।
হড় চোট্ গড়্‌গড়ী চৈব গৌণ কুলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ভাষা।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
দীর্ঘাঙ্গী	শাণ্ডিল্য	হড়	কাশ্যপ
পারিহাল	ঐ	রাই	ভরদ্বাজ
কুলভী	ঐ	ডিণ্ডশায়ী	ঐ

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
কেশরকুলী	শাণ্ডিল্য	ঘণ্টেশ্বরী	সাবর্ণ
গড়গড়ী	ঐ	মহিন্তা	বাৎস্য
পোড়ারী	কাশ্যপ	পিপ্‌লাই	ঐ
পীতমুণ্ডী	ঐ	চোট্‌খণ্ডী	ঐ
গুড়	ঐ	———	———

শ্রোত্রিয়ের গাঁই ও গোত্র নির্ণয়।

পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ীচ বাপুলী।
ভূরীকুলীবটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়ক স্তথা॥
কুসুমো ঘোষলী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
অম্বুলী তৈল বাটীচ মূলগ্রামীচ পূষলী॥
আকাশঃ পলশায়ীচ কোয়ারিঃ সাহরী তথা।
ভট্টঘাটশ্চ নায়েরী দায়ী পারী সিয়ারিকঃ॥
সিদ্ধলঃ পুংসিকোনন্দী কাঞ্জারী শিম্বলালকঃ।
বালী পূর্ব্বো দীঘাড়িশ্চ বল্লাল নৃপপূজিতাঃ॥

ভাষা।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
কুসুমকুলি	শাণ্ডিল্য	তৈল বাটী	কাশ্যপ
ঘোষলী	শাণ্ডিল্য	পলশায়ী	ঐ
বটব্যাল	ঐ	সিমলায়ী	ঐ
কুলকুলী	ঐ	ভট্ট	কাশ্যপ
কুশারি	ঐ	পুংসিক	সাবর্ণ

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
গেরক	শাণ্ডিল্য	সিয়ারি	সাবর্ণ্য
আকাশ	ঐ	ষাট	ঐ
মাষচটক	ঐ	দায়ী	ঐ
বসুয়ারি	ঐ	নায়েরী	ঐ
করাল	ঐ	পারি	ঐ
অম্বলী	কাশ্যপ	বালী	ঐ
ভূরীশ	ঐ	সিদ্ধল	ঐ
পালধি	কাশ্যপ	বাপুলী	বাৎস্য
পাকড়াশী	ঐ	কাঞ্জারী	বাৎস্য
পূষলী	ঐ	পূর্ব্বগ্রামী	ঐ
মূলগ্রামী	ঐ	শিমলাল	ঐ
কোয়ারি	ঐ	দীঘাড়ি (দীঘাল)	ঐ
নন্দীগ্রামী	ঐ	সাহরী	ভরদ্বাজ

কুলীন—লক্ষণ।

দেবি কুলঞ্চ তৎ সেবী কুলীনঃ শাক্তর্দ্দারিতঃ।

এবং সার বা তন্ত্রে—

কুলাচারী কুলজ্ঞানী কুলতন্ত্রপ্রদায়কঃ।

কুলাগারে ক্রিয়াযুক্ত কুলীনোগুরুরীশ্বরি।

তথা যামলে—

উর্দ্ধর্ত্তুশ্চৈব সম্পূর্ণং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।

তত্ত্বজ্ঞোমন্ত্রতন্ত্রাণাং কর্ম্মবেত্তা রহস্যবিদ্।

পুরশ্চরনকৃৎসিদ্ধো মন্ত্রসিদ্ধিপ্রয়োগকৃৎ।

দাতা দান্তঃ শান্তমনা নিতান্তশান্তমানসঃ।

অধ্যাত্মবিদ্ব্রহ্মচারী কুলীনো গুরুরুচ্যতে।

কুলচূড়ামণৌ—

কুলনাথং পরিত্যজ্য যে শাক্ত পরসেবিনঃ।
তেষাং দীক্ষাচ মন্ত্রঞ্চ অভিচারায় কল্পতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ।
কুলীনঃ সর্ব্ববিদ্যানা মধিকারীহি গীয়তে।
দীক্ষা প্রভু সত্র বাস্যাৎ সর্ব্বমন্ত্রস্য চাপরঃ।
ভগবতাশঙ্করাচার্য্যেণ তারারহস্য বৃত্তিকোদ্ধৃতং।
শ্রীভুবনেশ্বর তর্কবাগীশেন চ্ছান্দগ্যোপনিষৎ।

অপরঞ্চ।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

কুলীনের গাঁই এবং গোত্র নির্ণয়।

বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখটী ঘোষালশ্চততঃ পরঃ।
পূতিতুণ্ডোঽথ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জিঃকুন্দেন চাষ্টমঃ।

ভাষা।

গাঁই	গোত্র	গাঁই	গোত্র
বন্দ্যঘটী	শাণ্ডিল্য	পূতিতুণ্ড	বাৎস্য
চাঠাতি (চট্ট)	কাশ্যপ	কাঞ্জিলাল	ঐ
মুখটী	ভরদ্বাজ	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ
ঘোষাল	বাৎস্য	কুন্দ	ঐ

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ এই তিন শ্রেণীস্থ পঞ্চ বিংশতি ব্রাহ্মণের স্বর্ণধেনু দান-গ্রহণ।

মহারাজা বল্লালসেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান-দিগকে কুলীন,শ্রোত্রিয় এবং গৌণ এই তিন শাখায় বিভাগ করিয়া

অল্প দিবস পরেই তাহাদের নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য স্বর্ণ ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অলক্তক বারি প্রবিষ্ট করাইয়া দান গ্রহণ করিতে বলেন। উক্ত তিন শ্রেণীর পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ লোভ-পরতন্ত্র হইয়া এই দান গ্রহণ করিলেন এবং অপকৃষ্ট প্রতিগ্রাহী বলিয়া তদবধি সকল কার্য্যে বর্জ্জিত হইলেন।

শ্লোক।

ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় ধার্ম্মিকঃ।
সাচ স্বর্ণময়ী ধেনুঃ ছেদনেচ জগৌ মুহুঃ।
ছিন্না বহিষ্কৃতো রাজ্ঞা স্বর্ণাণাং বণিকোঽভবৎ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।

ভাষা।

বিনা সে কারণ, কার্য্যেরি ঘটন, কে কোথা দেখেছ বল। রাজা করে দান, করিয়া সন্ধান, জানিতে নিষ্ঠা বিরল॥ স্বর্ণময়ী ধেনু, অনুপমতনু, সুরভি সমান কায়া। কৌতুক করিয়া, উদর পুরিয়া, অলক্তক বারি দিয়া॥ রাজা বলে ওরে, ডাক বণিকেরে, কাঞ্চন ভাঙ্গিয়া দিতে। ছিন্ন করিবারে, কহে বারে বারে, ছেনিক হানিল তাতে॥ ভাঙ্গিতে লাগিল, মোড়ক সকল, বাহির হইল লাহা(১) পতিত হইল, প্রতিগ্রাহী দল, বর্ণিক পাইল ছায়া॥ ছিল ব্যপদেশ, তাহা অব শেষ, প্রকাশ হইয়া

(১) কৃত্রিম রক্ত অর্থাৎ আলতার জল।

পলো। নৃপতি হাসিয়া, কহে ডাক দিয়া, উভয়ে মলিন হইল॥ প্রতিগ্রাহী বলি, দ্বিজে হইল গালি, দায়াদ(১) রহিল ভাল। উনবিংশ জন, লইয়া তখন, গাইল দ্বিজেরি কুল॥ সম্বন্ধে ভোজনে, যাগযজ্ঞদানে, বর্জ্জিত হইল যারা। এ যে বড় পাপ, পাই অনুতাপ, এ কালে তাহারা কারা॥ দেবীর(২) সময়, কিম্বা পূর্ব্বতায়, নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছাটে। গ্রাহক নিকৃষ্ট, সেই অপকৃষ্ট, ঘটক যে নামে চটে॥ যবে সর্ব্ব দ্বারি, পরিচয় তারি, এই পরিবর্ত্তি যারা। কন্যাজীবিকায়, স্বেচ্ছাচারে যায়, মেলি অপচিহ্নী তারা॥ কালেতে যে ফলে, শ্রীরোহিণী বলে, শুক্র বিক্রী চলে প্রায়। আকরেতে টানে, চুম্বকের পানে, দেখনা অয়স(৩) ধায়॥

প্রতিগ্রাহী নির্ণয়।

শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়ো হপিচ দিবাকরঃ গুড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িশ্চৈব পিপ্‌পলী॥ বন্দ্যো মার্ত্তণ্ডনামাচ তপোনিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ। আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপীচ বন্দ্যজঃ॥ মাষো দোকড়ি নামাচ রায়ীচ মধুসূদনঃ। কুশিকো যবনামাচ হাড়ো নারায়ণোহপিচ॥ মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারি শ্চৈব কেশবঃ। চট্টঃ শকুনিনামাচ তৈলবাটী নয়ারিকঃ॥ কুন্দোবিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিটসংজ্ঞকঃ। ঘোষজো ভ্রাতরাবেতৌ মদন বিশ্বরূপকৌ॥ গাঙ্গোদ্যারা হাস্য নামা পূতিঃ গৌতমসংজ্ঞকঃ। সিমলিঃ পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডীসংজ্ঞকঃ॥ অমীকুলোদ্ভবাশ্চৈব

(১) উত্তরাধিকারি। (২) দেবীবর ঘটক। (৩) লৌহ।

গোদানং জগন্তুর্দ্বিজাঃ। তেষাং সম্বন্ধমাত্রেন পঙ্কে গৌরবঃ সীদতি॥ সম্বন্ধে ভোজনেচৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ। বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালেচ বর্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ॥

ভাষা।

নাম	গাঁই	গোত্র	শ্রেণী
শঙ্কর	পীতমুণ্ডী	কাশ্যপ	গৌন
দিবাকর	গড়গড়ী	শাণ্ডিল্য	ঐ
ডাউক	গূড়	কাশ্যপ	ঐ
দোকড়ী	পিপ্‌লাই	বাৎস্য	ঐ
মার্ত্তণ্ড	বন্দ্যঘটী	শাণ্ডিল্য	কুলীন
অনাই	ঐ	ঐ	ঐ
গনাই	ঐ	ঐ	ঐ
হাড়	ঐ	ঐ	ঐ
গোপী	ঐ	ঐ	ঐ
বিট	ঐ	ঐ	ঐ
দোকড়ী	মাষচটক	ঐ	শ্রোত্রিয়
মধুসূদন	রায়ী	ভরদ্বাজ	গৌণ
যব	কুশারি	শাণ্ডিল্য	শ্রোত্রিয়
নারায়ণ	হড়	কশ্যপ	গৌণ
দ্বিবিধ	মহিন্তা	বাৎস্য	ঐ
কেশব	দায়ী	সাবর্ণ	শ্রোত্রিয়
শকুনি	চটাতি	কাশ্যপ	কুলীন
নয়ারি	তৈলবাটী	ঐ	শ্রোত্রিয়
বিশ্বেশ্বর	কুন্দ	সাবর্ণ	কুলীন

নাম	গাঁই	গোত্র	শ্রেণী
মদন	ঘোষাল	বাৎস্য	কুলীন
বিশ্বরূপ	ঐ	ঐ	ঐ
হাস্য	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ	ঐ
গৌতম	পূতিতুণ্ড	বাৎস্য	ঐ
পরাশর	সিমলায়ী	কশ্যপ	শ্রোত্রিয়
শঙ্কর	ডিণ্ডশায়ী	ভরদ্বাজ	গৌণ

প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ নবগুণ-বিশিষ্ট কুলীন নির্ণয়।

বহুরূপঃ শুচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ। বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টসম্ভবাঃ॥ পূতিগোবর্দ্ধনাচার্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ। গাঙ্গুলীয়ঃ শিশুর্নাম্না কুন্দোরোষা করোহপিচ॥ জাহলানাখ্য স্তথা বন্দ্যো মহেশ্বরো উদারধীঃ। দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দক॥ উৎসাহ-গরুড়াখ্যাতে মুখবংশসমুদ্ভবৌ। কাম্নকুতুহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রষ্ঠিতৌ। ঊনবিংশতি সঙ্খ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥

ভাষা।

কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম	গাঁই	গোত্র	বংশ	ভট্টনারায়ণাদি হইতে কত পুরুষ
বহুরূপ	চাঠাতি	কাশ্যপ	দক্ষ	৭
শুচ	ঐ	ঐ	ঐ	৮
অরবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
হলায়ুধ	ঐ	ঐ	ঐ	৭
বাঙ্গাল	ঐ	ঐ	ঐ	৯
গোবর্দ্ধনাচার্য্য	পুতিতুণ্ড	বাৎস্য	ছান্দড়	৯
শির	ঘোষাল	ঐ	ঐ	ঐ

কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম	গাঁই	গোত্র	বংশ	ভট্টনারায়ণাদি হইতে কত পুরুষ
কানু	কাঞ্জিলাল	বাৎস্য	ছান্দাড়	৮
কুতুহল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
শিশু	গাঙ্গুলি	সাবর্ণ	বেদগর্ভ	৮
রোষাকর	কুন্দ	ঐ	ঐ	৯
জাহলান	বন্দ্যঘটী	শাণ্ডিল্য	ভট্টনারায়ণ	১০
মহেশ্বর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
দেবল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
বামন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঈশান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
মকরন্দ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
উৎসাহ	মুখটী	ভরদ্বাজ	শ্রীহর্ষ	১০
গরুড়	ঐ	ঐ		ঐ

লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক কুলীনের পর্য্যায় সংস্থাপন।

মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা সংস্থাপনের অব্যবহিত পরেই লোকান্তর প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ ঊনবিংশতি নবগুণবিশিষ্ট কুলীনগণ সমানরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পিতার লোকান্তর হইলে মহারাজ লক্ষ্মণসেন সিংহাসনারোহণ করিয়া কুলীনদিগের পর্য্যায় সমীকরণ করিয়া আর্ত্তি ক্ষেম্যাদি কতকগুলি কুলের উপাধি সৃজন করেন।

জগত বিশ্রাম নাম, যেই সে আনন্দধাম,
তাহে যবে রাজা চলি যায়।
লক্ষ্মণ তাঁহার সুত, নানা গুণে বিভূষিত,
কুলে ডাকে আপন সভায়॥

ঊনবিংশতির্মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্যচ। রাজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখাঃ॥ অমীষাং পুত্রবর্গানাং সমতাং লোকসম্মতাং। পরিবর্ত্তং সমালোক্য বিস্তরেণ প্রচক্ষতে॥

কুলৌঘজন্মষাংকুলং তনয়াভাব পর্য্যাপরং। পরামর্শতয়া পরস্পর রমানাথেনবৈ রাজাভিষেক কালীন উৎসাহগরুড়য়োরবিদ্যমানে সপর্য্যায় সিদ্ধতয়ারাজ্ঞানুমত্যা আত্মতুল্য পুত্রত্বাৎ আত্মন উৎসাহস্য পর্য্যায় আয়িত-মুখস্য সমীকরণতা সিদ্ধা। আয়িতোবহুরূপাখ্যঃ শুচোগোব ৷ নো সুধীঃ। গাংশিশুর্মকরন্দশ্চ জাহলানাখ্য সমাইনে। পিতৃপর্য্যায় চট্টবহুরূপ প্রভৃতি নামাগ্রে আয়িতো বসতি সিধ্যতীতিচ॥

যে ঊনবিংশতি ব্যক্তি বল্লাল সভায় কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা পরস্পর সকলেই সমান। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কন্যাদান সম্বন্ধে তুল্যাতুল্য অবধারণ করেন। অর্থাৎ বহুরূপ চট্টোপাধ্যায় বন্দ্য জাহ্লানের কন্যা গ্রহণ করিবেন এবং জাহ্লান বন্দ্যকে কন্যা প্রদান করিবেন ইহারি নাম পর্য্যায়। ঊর্দ্ধে অথবা নিম্নে কন্যা দান করিলে পর্য্যায় ভঙ্গ হইবেক। ঊর্দ্ধ পিতৃ পর্য্যায়, নিম্ন পুত্র অথবা পৌত্র পর্য্যায়। মুখবংশসম্ভূত উৎসাহ ও গরুড় লোকান্তরে লক্ষ্মণসেন পর্য্যায় স্থাপন করেন। ঐ সময় উৎসাহ-সুত আয়িতকে পিতৃপদে নির্দ্দেশ করিয়া চট্ট বহুরূপ প্রভৃতির সহিত তুল্য করিয়া দেন। অদ্যাপি আয়িত সমীকরণে পর্য্যায় চলিতেছে।

কন্যাগত কুলের ব্যবস্থা।

শ্রোত্রিয় গৃহেতে নিজকুলপরিণয়। কন্যাদিলে সেই গৃহে

শ্রোত্রিয়ান্ত হয়॥ জীবনে মরণে হয় কন্যাগত কুল। কন্যার অভাব হলে না থাকিবে কুল॥ কন্যাভাবে কুলীনের কি হবে অবস্থা। লক্ষ্মণ ভূপতি তার করিলা ব্যবস্থা॥ সপর্য্যায় কন্যা যদি করয়ে গ্রহণ। থাকিবেক কুল তার কে করে খণ্ডন॥ তদভাবে কুশ কন্যা করিবে গ্রহণ। অথবা ঘটক অগ্রে প্রতিজ্ঞা নিয়ম॥ রণ্ড দোষ খণ্ডনেতে এই সে ব্যবস্থা। নিশ্চিত কন্যায় থাকে কুলের অবস্থা॥ সর্ব্বকালে কন্যা হয় কুলের প্রকৃতি। প্রকৃষ্টরূপেতে হয় সেই সে প্রকৃতি॥ পিতার মরণে ধন পুত্রগণে পায়। কুলীন হইলে কুল দুহিতায় যায়॥ পুত্রগত দোষ হলে আক্ষেপ বলি তারে। কন্যাগত দোষ হলে কুল দলে মরে।

শ্লোক।

বাক্যারোপাৎ কুশত্যাগাৎ কন্যাদানাৎ প্রদানতঃ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ পরিবর্ত্তশ্চতুর্বিধঃ॥

বর-গ্রহণ-ব্যবস্থা।

গহীত্বা স্বস্য পুত্রস্য বরাভিমতস্যচ। পৌত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎকুলং॥ সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং। কন্যাভাবে কুশ ত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং॥

ভাষা।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন পর্য্যায় এবং কন্যাগত কুলের সংস্থাপন করিয়া দেখিলেন যে তুল্য ব্যক্তির অভাব হইলে কুলীনদিগের কুলরক্ষার কোন উপায় নাই অতএব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া

বরের প্রথা সৃজন করিলেন। অর্থাৎ কেহ সমান ব্যক্তির কন্যা স্বয়ং গ্রহণে অক্ষম হইলে পুত্র পৌত্র কিম্বা ভ্রাতুষ্পুত্রপৌত্রের-দ্বারা করিতে পারিবেন, তাহাতে পর্য্যায়ভঙ্গ অথবা কুলগত কোন দোষ হইবেক না। আরও নির্ণয় করিলেন যে অদত্তা কন্যা পিতৃপর্য্যায় ব্যক্তির কন্যা গ্রহণ-জন্য ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে বর দিতে পারিবেন।

পঞ্চবিংশতি প্রকার কুলের সাধারণ দোষ।

কন্যাপুংসোরভাবশ্চ রণ্ডিকাগমন স্তথা। জীবিতে পিণ্ড দানঞ্চ স্বজনা ক্ষেপনেনচ॥ অত্রয়ত্তেভবেদ্দোষঃ কথিতঃ কুলপণ্ডিতৈঃ। অগ্নিদগ্ধা কৃতোদ্বাহে বলাৎকারেতথৈবচ॥ পুষ্টপুত্র ব্রহ্মহত্যা (ভ্রূণহত্যা) জম্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগিণঃ। খঞ্জেনাপিকুলং তদ্বন্নীচোদ্বাহেন নান্দিকে॥ ত্যাজ্য পুত্র বিপর্য্যায়ৌ কুলজ্ঞদশসম্মতং। অন্য পূর্ব্বাবয়ঃ জেষ্ঠা মাতৃনাম্নী। সগোত্রজা। দুষ্টা কন্যাঙ্গহীনাচ কাণকুব্জাপিবাগ্‌জড়া। পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ নিশ্চিতাঃ কুলঘাতকাঃ॥

ভাষা।

(১)	কন্যাভাব	(১০)	জম্মান্ধ	(১৮)	বয়োজ্যেষ্ঠা
(২)	রণ্ডিকা	(১১)	কুষ্ঠরোগি	(১৯)	মাতৃনামা
(৩)	জীবৎ পিণ্ড	(১২)	খঞ্জ	(২০)	সগোত্র বিবাহ
(৪)	স্বজনা	(১৩)	নীচোদ্বাহ	(২১)	দুষ্টা
(৫)	আক্ষিপ্ত	(১৪)	নীচোদ্বাহের নান্দিমুখকর্ত্তা	(২২)	কন্যাঙ্গ হীন কন্যা বিবাহ
(৬)	অগ্নিদগ্ধা				
(৭)	বলাৎকার বিবাহ	(১৫)	পিতৃত্যক্ত পুত্র	(২৩)	কাণ
(৮)	পুষ্টপুত্র	(১৬)	বিপর্য্যয়	(২৪)	কুব্জা
(৯)	ব্রহ্মহত্যাকারি	(১৭)	অন্যপূর্ব্বা	(২৫)	বাক্যে জড়তা

কুলক্রিয়ার প্রণালী।

পাদপূজি কন্যা দান শাস্ত্রের লিখন। যে পাদ পূজনে কিছু শুনহ লক্ষণ॥ যার সঙ্গে পিতৃকুল তাহার সন্তান। সমপর্য্যা হলে পরে কুলের সন্মান॥ তদভাবে পিতামহ পথ দিয়ে চলে। অপেক্ষায় ন্যূন হলে স্বঘর সম্বলে॥ ঘর ছাড়ি যেই জন পর ঘরে যায়। কুলীনত্ব নষ্ট তার বংশজত্ব পায়॥ আর্ত্তি ক্ষেম্য দানাদানে নাহি কিছু দোষ। কেবল হইলে ক্ষেম্য না হয় সন্তোষ॥

আর্ত্তি ক্ষেম্য লভ্য ন্যূন সমান ইত্যাদি নির্ণয়।

আর্ত্তি	সমান	ক্ষেম্য	লভ্য	ন্যূন
পিতৃতুল্য	তুল্য	পুত্রের ন্যায়	যাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পশ্চাৎ লাভ করা যায়	কিঞ্চিৎ কম

শ্লোক।

পিতৃস্থানংভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকং।
সমানংভ্রাতৃস্থানঞ্চ ত্রিবিধং কুললক্ষণং॥

ভাষা।

যে যাহার আর্ত্তি তার শিরোভূষা সেই। পুত্র পর্য্যাববস্থল ক্ষেম্য করি কই॥ ক্ষেম্য জনে আর্ত্তি ব্যক্তি শিরোভূষা হয়। আর্ত্তিপাদ ভূষাক্ষেম্য জানহ নিশ্চয়॥ অভ্যাবৃত্তি (১) হলে পরে সপর্য্যায় মানি। নচেৎ ভাঙ্গিবে পর্য্যা লক্ষ্মণের বাণী॥

১। আদান, প্রদান।

ঘটক লক্ষণ।

ধাবকোভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশক স্তথা। দূষক. স্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃস্মৃতাঃ॥ কেন বিদন্তিপুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বা মুব্বীতলে কুলভৃতাং কুলবর্ত্তমানং॥ অত্যন্ত সূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং জানন্তি তেহি ঘটকা নতু যোজকাদ্যা।

অপরঞ্চ।

অংশংবংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
তয়েব ঘটকা জ্ঞেয়া ননামগ্রহণাৎ পরং।

অপরঞ্চ।

বংশাংশগুণদোষবিচারকর্ত্তা। ন্যূনাতিরিক্তপরিমাণযথার্থবক্তা॥ পর্য্যা-বিপর্য্যায়গণনঞ্চ করোতি যশ্চ। শশ্বন্নৃপেণগদিতো ঘটকঃ স এষঃ॥

ভাষা।

মহারাজলক্ষ্মণসেন কুলীনদিগের বংশাবলি কীর্ত্তন এবং দোষগুণ ন্যূনাতিরিক্ত সপর্য্যায় অথবা বিপর্য্যায় দানাদান স্থির করার জন্য ঘটক সৃজন করেন।

বংশজ নির্ণয়।

গণো কন্যা বশিষ্ঠেন চোঠেন শকুনি সতা। হাড়ো কন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজা পতিঃ॥ চক্রপাণি নাম্নি কন্যা গহীত্বাধনলোভত। বিঠসুতা পতির্ভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ॥ প্রতিগ্রাহিসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ॥

ভাষা।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেনের সময়ে, প্রতিগ্রাহী দলের কন্যা কুলীনসম্প্রদায়ের ছয় ব্যক্তি গ্রহণ করেন মহারাজ মাধবসেন কুলের শাসন জন্য তাঁহাদের ছয় জনকে বংশজ সংজ্ঞায় পরিগণিত করেন।

ঘটকের কর্ত্তব্য কার্য্য।

বল্লালিবিষয়ে ন্যূন কুলীন দেবতা স্বয়ং। সুমেরু শ্রোত্রিয় জ্ঞেয়া ঘটকা স্তুতি পাঠকা। যথা ;—অংশং বংশং ইত্যাদি।

ভাষা।

অংশ বা কাহারে বলে কারে বলে বংশ। ইহাই জানিলে হয় ঘটক প্রশংস॥ মাতৃপক্ষে হয় অংশ প্রকৃতি কারণ। পিতৃপক্ষ হয় বংশ শাস্ত্রের লিখন॥ কুলশাস্ত্র মধ্যে অংশ পঞ্চদশ কই। আর্ত্তি, ক্ষেম্য, লভ্য, ন্যূন, মধ্যাংশেরে লই॥ কুল-পরিচয়ে তাহা আছয়ে বিচার। বিবাহসম্বন্ধে আর শুন ব্যবহার॥ দুপক্ষ হইলে শুদ্ধ শুদ্ধ বংশ কয়। সুমেরু পর্ব্বতে যথা দেবের আশ্রয়॥ কুলীনের দেখা চাহি পরাবৃত্তি ঘর। অংশ বংশ দোষ তার করিয়ে বিচার॥ মাতৃ পিতৃ দুই বংশ দোষের সন্ধানে। যেই জন জানে তারে ঘটক বাখানে॥ অগ্রেতে দ্বিজত্ব চাহি পরেতে কুলত্ব। কুলত্বে গৌরব বড় দ্বিজত্বে পঞ্চত্ব॥ এতাদৃশ কুলীনের কুল নাহি গায়। সেই কুল গাই যাদের

দ্বিজম্বেতে পাই॥ ক্ষুদ্রাংশ দৌহিত্রহলে নীচগামী হয়। যেমন নীচের গতি নীচ ভিন্ন নয়॥ বেদশাস্ত্রে তারা নাহি কভু করে রুচি। শুচ্য শুচি বোধ নাহি সর্ব্বদা অশুচি॥ নীচাংশ দৌহিত্র হলে নীচেতে সন্তোষ। যথা মাতামহ দোষে রাবণ রাক্ষস॥

বিবাহের নিয়ম।

বৈবাহিক সংস্কারে, পুত্রার্থক ভার্য্যা করে, তারে বলি শুদ্ধ-সত্ব বিয়া। তার পর স্বীয় ঘরে, কুলার্থ বিবাহ করে, সপর্য্যায় মিলন করিয়া॥ ইহা ভিন্ন করে বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া, অনির্দ্দিষ্ট অপকৃষ্ট ঘরে। দ্বিজ রমানাথ কয়, ছিন্ন বিয়া সুনিশ্চয়, কুলীনের মজিবার তরে॥ চুরি দারিতারা, শব্দ একধারা, দার-বৃত্তি বলি দারি। সম্ভোগের তরে, অপকৃষ্ট ঘরে, ভোগহেতু করে নারী॥ কুলে মতি যার, কুলে করে দার, দোষ কিছু নাহি তাতে। কুলেরি শাসন, পর্য্যাটি গণন, নিষ্ঠা বৃত্তি আছে যাতে॥ কুলে একাবৃত্তি, হইলে প্রবৃত্তি, দানাদানে সেটা ঘটে। বিনা কুল কাজ, সমাজেতে, লাজ বটে কি বল না বটে॥ দানাদান ঘরে, সবে নিন্দা করে, কিরূপে মানেরে রাখি। মাথা হেঁট করি, নাহি খায় বারি, কভু না চাতক পাখী॥ সপর্য্যায় স্বাধিকার, ব্যত্যয় নাহিক যার, নিজে দোষ টানি আনে তায়। নির্ম্মল কুলেতে, অবংশ হইতে, নিন্দা ভোজি বাপ মায়॥

সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সপ্তবিংশতি ঘরের গোত্র এবং গাঁই নির্ণয়।

শনকঃ শুনকঃ কাশ্যো গৌতমশ্চ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠো হারিষ ঋষ্য শ্চাষ্টৌ গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

উক্ত আট গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের আদিম নিবাসী। ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাজা আদিশূর বঙ্গদেশে গণনায় সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ পাইয়াছিলেন; এ জন্য সপ্তশতী আখ্যা প্রদান করেন—এবং তাহাদের গাঁই নির্ণয় করণান্তর চিহ্নিত করিয়া দেন।

যথা গাঁই।

(১) সাগাঁই।	(২) সুরাই।	(৩) লানসি।
(৪) যবাই।	(৫) হাঁসাই।	(৬) কালাই।
(৭) ধাঁই।	(৮) বানসি।	(৯) বাণ্টুরি।
(১০) ধানসি	(১১) কাটানি।	(১২) কুশল।
(১৩) উজ্জল।	(১৪) কাশ্যপ কাঞ্জরী।	(১৫) বাতারি।
(১৬) পীতারি।	(১) নাতারি	(১৮) আরবেরু।
(১৯) উল্লুক	(২০) মুল্লুক।	(২১) ঝর্ঝর।
(২২) ফর্দর।	(২৩) বাগরাই।	(২৪) কন্দ্রুক
(২৫) কেরল।	(২৬) চেচেঁরি।	(২৭) ব্যালথুপি।

উক্ত সপ্তবিংশতী গাঁই ও আট গোত্র ব্যতীত নগরি দহরি হাগু ইত্যাদি গাঁই এবং কৌণ্ডিল্য, আলম্যান, সৌপায়নাদি গোত্রে অনেক শপ্তশতীর ব্রাহ্মণ আছে। কুলীন সম্প্রদায়ের নিকট ঐ সপ্তবিংশতি গাঁই-সম্ভূত ব্রাহ্মণদের কন্যাদান করার নিয়ম আছে।

নবগ্রহ শ্রোত্রিয় নির্ণয়।

(১) চাচকুণ্ড (২) পঞ্চসার (৩) উলান (৪) বাজপুর (৫) শোলনগর (৬) চুঁচুড়া (৭) চাণক (৮) বালী (৯) ব্যগন্ধাপা।

উক্ত নবগ্রাম-নিবাসী শ্রোত্রিয় সপ্তশতী-সম্প্রদায়ের ন্যায় নবগ্রহ নামে চিহ্নিত।

পঞ্চানর্থী শ্রোত্রিয় নির্ণয়।

রজনীচ তথা বিষ্ণুঃ কাশ্যপোবঙ্ককঃসনা।
আচার্য্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থ কুলান্তকা॥

ভাষা।

(১) রজনীকর (২) বিষ্ণু (৩) কাশ্যপ (৪) বঙ্ককসনা (৫) আচার্য্য শেখর।

উক্ত পাঁচ প্রকার শ্রোত্রিয় কুলের অন্তক-স্বরূপ বিস্তারিত মেলবন্ধে লিখা যাইবে।

সগোত্র এবং সমান প্রবরে বিবাহ নিষেধ।

সমানগোত্রেপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্যচ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যো দেবহীয়তে॥

অপরঞ্চ।

সমানপ্রবরাবাপি শিষ্যসন্ততিরেবচ।
ব্রহ্মদাতু গুরোশ্চৈব সন্ততিঃ প্রতিষিধ্যতে॥

ভিন্ন গোত্রেপি সমান প্রবরত্বং যথা বাৎস্য সাবর্ণি গোত্রয়ো রৌর্বচ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্যাপ্লুবৎ প্রবরাঃ এক গোত্রেপি প্রবরান্যত্বং যথা ঘৃতকৌশিকগোত্রস্য কুশিক কৌশিক ঘৃতকৌশিকাঃ প্রবরাঃ কৌশিককুশিক বন্ধুলাশ্চেতি প্রবরাঃ।

সন্দান প্রবরের কারিকা।

পুংসিক নন্দিক বালি আর ষাঁট ঘণ্টা। বাপুলীক নায়ী দায়ী পারিতু মহিন্তা॥ সিয়ারি সিদ্ধল কাঞ্জারীক শিম্বলাল। পিপ্‌পলীক কাঞ্জিবিল্লী গাঙ্গুলি ঘোষাল॥ পূতিতুণ্ড কুন্দ আর পূর্ব্বগ্রামী পাই। দীঘাড়িক চোটখণ্ডী সগোত্রেতে গাই॥ দুই মুনিবর বংশ সগোত্রেতে হয়। প্রবর সহিত এতে হয় সমন্বয়॥

বাৎস্য ও সাবর্ণ এই দুই গোত্রের এক প্রবর, উভয় গোত্রই ভৃগুবংশসম্ভূত। এক প্রবর অথবা এক গোত্রে বিবাহ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যদি দৈবাৎ হয় তবে সেই স্ত্রী পরিত্যাগ করণানন্তর প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

কুলীনদিগের নিয়ম সংস্থাপন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত কুলীন, শ্রোত্রিয়, এবং গৌণকুলদিগের নিয়ম সংস্থাপন করণানন্তর, এই বিধি করিলেন যে, কুলীনগণ শ্রোত্রিয় এবং গৌণকুলসম্ভূতদিগের কন্যা পর্য্যায় অনুসারে গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাদিগকে কন্যা প্রদান করিতে পারিবেন না। যদি কোন কুলীন প্রদান করেন, তবে তাহার কুল থাকিবে না(১)। তিনি বংশজ(২) সংজ্ঞায়

---

(১) শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।

(২) গণোকন্যা বশিষ্ঠেন চোটেন শকুনি সুতা। হাড়ো কন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতি॥ চক্রপাণিনায়িকন্যা গৃহীত্বা ধনলোভতঃ। বিঠসুতাপতিভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষনঃ। প্রতিগ্রাহীসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ॥

পরিগণিত হইবেন। এবং কুলীনদিগের দোষগুণ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য কার্য্য নিরূপন করিবার জন্য ঘটক নিরূপিত করেন। উক্ত লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেনের রাজত্ব-সময়ে কুলীন সম্প্রদায়ের ছয় ব্যক্তি অর্থের লোভে প্রতিগ্রাহীদলের কন্যা গ্রহণ করেন। মহারাজ মাধব কুলের শাসন জন্য প্রতিগ্রাহিদের কন্যাপরিণেতা ছয় জন কুলীনকে বংশজসংজ্ঞায় পরিগণিত করেন। মাধব সেনের পৌত্র সুষেণ,—ইনি হিন্দুসম্প্রদায়ের শেষ রাজা,—ইঁহারি নাম দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন অথবা লাক্ষ্মণ্যসেন। মহারাজ সুষেণ কুলীনসন্তানগণের নানাপ্রকার গৌরব করিয়াছেন। প্রবাদ আছে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হলায়ুধের (১) উপর রাজ-কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল।

হলায়ুধ নানা প্রকার গুণে গুণী ছিলেন। মহারাজ সুষেণ অশীতি বর্ষ রাজত্ব করেন। প্রাচীনাবস্থায় তিনি যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিনা যুদ্ধে যবন-হস্তে রাজ্য সমর্পণ করণান্তর সপরিবারে নীলাচল-পর্ব্বতাভিমুখে গমন করেন। মহারাজ সুষেণের পর হইতে ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণত্ব এবং কুলীনত্বের এক প্রকার শেষ বলিতে হইবেক। মধ্যস্থলে বন্দ্যসঙ্কেতবংশোদ্ভব দেবীবর ঘটক মেলবন্ধ করণান্তর কতক পরিমাণে কুলরক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের অনেক মহাত্মা দেবীবর ঘটকের নিন্দা করেন,—তিনি মেলবন্ধ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কালের

---

(১) ইহার অন্য নাম বঙ্গভঙ্গক।

গতি অনুধাবন করা দুঃসাধ্য! যে দেবীবর ঘটক সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, পরিণামে তিনিই নিন্দার ভাজন হইলেন!

হলায়ুধচট্টোপাধ্যায়ের উপাখ্যান।

তস্যাং বভুব প্রকৃতের্ম্ম হ'নিব শ্রেয়ো নিবাসায় তনং হলায়ুধঃ। যৎ-কীর্ত্তিরম্ভোনিধিবীচিদণ্ডদোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি॥ লব্ধংজন্মধনঞ্জয়াদ্ গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণ ক্ষ্মাপতে রারত্যা লঘুতা নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহা-পাত্রতা। শব্দব্রহ্মকরোদরা মলকবদ্ভোগোত্তরা সংক্রিয়েত্যস্তি প্রার্থয়িতব্য মস. কৃতিনঃ কিঞ্চিন্নসাংসারিকম্॥ যেনাসীদজিতং নসিন্ধুলহরী ধৌতাঞ্জ-লায়াং ক্ষিতৌ, যস্যা জ্ঞাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম্। দেব স ত্রিজগন্ময় ধমহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতি, েতা যস্য মনীষিতাধিক পুর-স্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ॥ বাল্যেখ্যাপিত রাজপণ্ডিতপদঃশ্বেতাংশু বিম্বো জ্জল, চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহস্তত্ৎপদং দত্তা নবে যৌবনে। যস্মৈ যৌবনশেষ যোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ, শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধি কারং দদৌ॥ গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্য মস্যৎ গঙ্গোদকংপেয় মপেয়মন্যং শম্ভোঃ পদং সেব্যমসেব্য মন্য, হলায়ুধঃ পাত্র মপাত্রমন্যৎ॥

ভাষা।

যেমত প্রকৃতি হতে, মহতত্ত্ব জগতেতে, পঞ্চতত্ত্ব করিল প্রকাশ। সেই মত হলায়ুধ, ধনঞ্জয় চট্টসুত, পঞ্চগোত্রে হইল বিকাশ॥ কি কব যাহার কীর্ত্তি, তৃপ্তিভূতা করি পৃথ্বী, সমুদ্রের পারেতে চলিল। আরোহণ করি দোলা, দণ্ডযুতবীচিমালা, ঐ দেখ ভাবিতে লাগিল॥ না হয় বাসনা আর, সংসারসাগরপার, ফলভোগ সময় যাহার। তেমতি ধনোর সুতে, বিনা প্রার্থয়িতমতে,

মহা-পাত্র করিল বিচার॥ লক্ষ্মণ রাজারগুণ, কি আর কহিব শুন, নারায়ণে রূপক উপমা। বঙ্গদেশ অধিকারি, স্বেচ্ছামতে যত্ন করি, হলায়ুধে হইলা অসীমা॥ যথা আমলকী ফল, করে করে ঢল ঢল, শব্দব্রহ্ম হৃদয়ে যাহার। আরতি করিয়া তারে, লয় রাজদরবারে, দেখ পরে কি করে আবার॥ বাল্যেতে পণ্ডিত পদ, যৌবনে দেখহ ছেদ, তনুপদ করিল অর্পণ। চন্দ্র বিয়োজ্জল ছাতা, হলেতে হইল দাতা, পুনরপি কি করে এখন॥ যৌবনের শেষভাগে, ধর্ম্মবৃদ্ধি অনুরাগে, মনূপম বিচার করিয়া। সমস্ত ধর্ম্মের ভার, যত তার অধিকার, হলায়ুধে দিলা সমর্পিয়া॥ দ্বিজ রমানাথে বলে, দৈববলে কি না ফলে, হলায়ুধ অঙ্গ লুকাইল। কুলশাস্ত্রে দেখবঙ্গ(১), কার্য্যে দেখি হল অঙ্গ, কীর্ত্তি-বলে নামটি রহিল॥

কুলীনের বংশ এবং পর্য্যায় জানা আবশ্যক।

যে হেতু অজ্ঞাত কুল স্মৃতির আচার। চালাতে না পারে বংশে দেখি পূর্ব্বাপর॥ স্মৃতি শাস্ত্র মতে শুদ্ধ মুনিগণে কয়। সপ্তমি(২) পঞ্চমি(৩) বর্জ্য বিবাহ নিশ্চয়॥ তারে না মানিলে

---

(১) বঙ্গ, হলায়ুধের নাম, কুলশাস্ত্রে বঙ্গভঙ্গক লিখিত আছে। পদের মিলন জন্য এ স্থলে বঙ্গ লেখা আছে।

(২) সাতপুরুষ।

(৩) পাঁচ পুরুষ। পিতৃ বংশে সপ্তমপুরুশের বন্ধুবান্ধবের কন্যা ও মাতামহবংশে পঞ্চমপুরুষের মধ্যে বন্ধুবান্ধবের কন্যা স্মৃতিশাস্ত্রমতে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এই বিবাহের নাম স্বজনা অর্থাৎ আপনার বন্ধুবান্ধবের কন্যা বিবাহ।

বংশে স্বজনা ঘটিবে। লঙ্ঘিয়া স্মৃতির মত নরকে ডুবিবে॥ একারণ জানা চাহি বংশের সন্ধান। কার সঙ্গে কত সঙ্খ্যা হয় ব্যবধান॥ কার কার বংশ সঙ্গে এক গোত্র হয়। কার কন্যা কার পুত্রে পর্য্যাসমন্বয়॥ পায়ে ধরি কন্যা দান স্মৃতির লিখন। এই হেতু জানা চাহি কুলের লক্ষণ॥ মহারাজ আদিশূর করিয়া যতন। পঞ্চশাখি বঙ্গ দেশে করিলা স্থাপন॥ পঞ্চ জনের উনষাটি হইল নন্দন। গাই আখ্যা দিয়া নৃপ লোকান্তর হন॥ শাখায়২ তার বেড়ে গেল ডাল। অনবস্থা দেখি তার বল্লাল ভুপাল॥ তিন অংশে সবাকারে বিভাগ করিয়া। অর্পিলা মর্য্যাদা রাজা গুণ বিচারিয়া॥ বান্ধিল ভুপাল কুল ত্রয়োবিংশ দিয়া। আট গাঁই মুখ্য গৌণ পঞ্চ দশ নিয়া। গৌণ সহ মুখ্য কুলে করিয়া মিলন। ত্রয়োবিংশ রাখিল নাম বিশ্বক নন্দন॥ আর এক ষটত্রিংশৎ স্বতন্ত্র রাখিয়া। আখ্যা দিলা শ্রোত্রিয়ের গুণ পরীক্ষিয়া॥ লক্ষ্মণ রাজন তার লক্ষণ দেখিল। উৎসাহে উৎসাহ-সুতে পর্য্যা সাজাইল॥ উনবিংশ অবতংশ হইল তখন। শাখায় শাখায় তার পর্য্যায় মিলন॥ পিতৃপদে কন্যা রাখি পর্য্যায় সাজায়। ব্যত্যয় হইলে পরে বিপর্য্যয় হয়॥ এই স্থানে দেখ তবে কুলের নিয়ম। যদি কার বংশে হয় অনেক নন্দন॥ যোগ ভিন্ন কুল কিছু না হয় সমান। সমান পর্য্যায় যার সেই সমমান॥ পুনরপি সেই বংশে সেই অবতংশ। যথা গোপী গৌরী

যোগে রামাচার্য্য বংশ॥ তার ভ্রাতৃগণ যবে দিবে পরিচয়। লইবে পিতার নাম কুলেতে নিশ্চয়॥

কুলেতে পরিল ঘাটি কুলীনের ছেলে। তার ঐ কৃতি(১) ভ্রাতা কুলাংশ পাইলে॥ পরস্পর এই রূপে অবতংশ নামে। ফুলিয়া প্রকৃতিসম সাগরসঙ্গমে। নামিয়াছে বহু অংশ প্রশংসা হইয়া। উৎসাহের বংশে অংশ অনুবৃত্তি লইয়া॥ অংশমত বংশ চলে সেই সে কুলীন। জানিলে দোষের সহ ঘটক প্রবীণ॥ যদি কেহ কুল বৃত্তি আপনি না জানে। তাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া অতি সে কঠিনে॥ মানবস্তু য়ার আছে সেই বোঝে মান। তাহাতে বঞ্চিত হলে অন্ধেরি সমান॥ নয়নবিহীন যেই তাঁহাকে দর্পণ। দর্শনের তরে করা বৃথা সমর্পণ॥ কুল কি পদার্থ হয় কিরূপে বুঝিবে। পর্য্যাবৃত্তি লাভ ভাব কি রূপে জানিবে॥ বিপর্যয়ে কুল করে নিষ্ঠা বৃত্তি নয়॥ অংশ বংশ বুঝিলে সে কুল নাহি কয়॥

দেবীবর ঘটক-বিশারদের উপাখ্যান।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ হয়। যুগে যুগে সৃষ্ট বস্তু হইতেছে লয়। কোথা থাকে বংশ অংশ কোথা থাকে নাম। স্বভাবেতে হয় রয় পায় পরিণাম॥ যে হতে বঙ্গেতে রাজা আনিল ব্রাহ্মণ। ছিলনাকো পূর্ব্বে কিছু বংশের লিখন॥ পুত্রই বংশ সে যবে পশ্চিমেতে রয়। গোত্রের নামেতে বংশ

(১) যাহার কুল হইয়াছে তাঁহাকে কৃতিবলা যায়।

দিতো পরিচয়॥ মরিচ্যাদি ঋষি হতে চলিতেছে বংশ। কশ্যপাদি তার পুত্র হয় অবতংশ॥ ঋষিরা করেন গোত্র(১) যজ্ঞের কারণ। গোরক্ষা স্থানের নাম গোত্র নিরূপণ॥ তিন চারি পাঁচ মুনি একত্র হইয়া। গোত্রকার হন তাঁরা যজ্ঞের লাগিয়া॥ গোত্র মধ্যে ঋষিদের ছিল নিকেতন। গাং রক্ষয়তি ইতি শব্দটি সাধন॥ গোপালন করি দুগ্ধে আজ্য নির্ম্মাইয়া। হব্য কব্য করিতেন মকরন্দ দিয়া॥ গোত্র নামে নিজ নিজ বংশ পরিচয়। সেকালে আছিল মাত্র গোত্র সমন্বয়॥ তার পর বঙ্গদেশে রাজা দিল গ্রাম। গোত্রেতে মিশ্রিত হল গ্রামেরি নাম॥ সেই নামে পরিচয় দিলে চেনা যায়। কারণ যে সগোত্রেতে বহু গাঁই হয়॥ গোত্র যদি এক হয় গাঁই হবে ভিন্ন। গাঁই বিনা চেনার পথ নাহি কিছু অন্য॥ তার পর বংশে বংশে হয় পরিচয়। কুলে কুলে কুলজ্ঞেতে কুল সমন্বয়॥ বল্লাল হইতে রাজ্য-সুষেণেতে যায়। মানের সহিত কাল কুলীনে কাটায়॥ সুষেণের রাজ্য যবে যবনে লইল। কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে উৎপাৎ ঘটিল॥ হিন্দুরাজ্য শেষ হল যবনের বলে। স্বপরিবারেতে রাজা গেলা নীলাচলে॥ সেকালে দেশেতে বড় হল অত্যাচার। কুলেরে রাখিবে কিসে জাতি হাহাকার॥

জাতি গত ধর্ম্মগত কুলগত বাদ। স্বজাতি শাসন ভিন্ন সব অবসাদ॥ ধর্ম্মেতে তাচ্ছল্য হলে কিছু নাহি

(১) গাংরক্ষয়তি ইতি গোত্র।

রয়। অন্যপূর্ব্বা করে বিয়া আর বিপর্য্যয়॥ পর্য্যার সম্বন্ধ প্রায় কুলে ছাড়ি দিল। নানাবিধ অসৎ-কার্য্য করিতে লাগিল॥ ব্রাহ্মণ অধম যেই তাঁহারে স্বীকারে। বিবাহ করিতে যায় ধনবানের ঘরে॥ এই রূপে তিনশত বৎসর গত হয়। বন্দ্য বংশে সর্ব্বানন্দ ঘটক উদয়॥ দেবীবর নামে তার হইল তনয়। সর্ব্বগুণে বিভূষিত বাকসিদ্ধ হয়॥ কুলীনের কুলশাস্ত্রে করে দৃষ্টিপাত। গুণসমুহেতে দেখে ভূত সন্নিপাত॥ কুল এক পদার্থ হয় গুণের গৌরব। পঞ্চকৃতভূত মত বেড়ে যায় সব॥ ইহা বলি দেবীবর মেলবন্ধ করে। সর্ব্ব-দ্বারি ঘুচাইল বলি শুন পরে॥ মেল কি পদার্থ হয় দোষ যদি পড়ি। সমুদ্র মন্থনে যথা বাসুকির দড়ি॥ পূর্ব্বকৃত দোষ সব করে এক ঠাঁই। রসে রস(১) গুণ করে তার গুণ গাই॥ মেল কি পদার্থ হয় করহ শ্রবণ। মহা ভয়ানক যার রস আস্বাদন॥ শ্রীনাথ দেবীর জন্ম আশয়ে বুঝিয়ে। পৃথ্বি তনয়ের(২) কাছে লুকাইল ভয়ে॥ পরমানন্দেতে লয় কংশারি স্মরণ(৩)। নানগুণে যদি হয় কালীয় দমন॥ দৃষ্টিপাত করে সেই ধন্ধ হয়ে চলে। গঙ্গা-নন্দ হয় ধন্ধ নীলকণ্ঠ চলে॥ কুলরূপ পায়োনিধি মথে দেবীবর। পঞ্চদশ গৌণ কুলে রাখি স্বতন্তর॥

---

(১) রস শব্দের অর্থ ৬। (২) সাগরদিয়ার গঙ্গাধর বন্দ্য।
(৩) কংশারি পুতিতুণ্ডের সহিত কুল করেন।

মেল নির্ণয়।

(১) ফুলিয়া	(২) খড়দহ	(৩) বল্লভী
(৪) সর্ব্বানন্দী	(৫) পণ্ডিতরত্নি	(৬) গোপালঘটকী
(৭) প্রমোদিনী	(৮) চন্দ্রপতি	(৯) সতানন্দ খাঁনী
(১০) আচস্বিতা	(১১) দশরথঘটকী	(১২) মালাধর খাঁনী
(১৩) শ্রীবর্দ্ধনী	(১৪) সুঙ্গেসর্ব্বানন্দী	(১৫) শুভরাজ খানী
(১৬) বাঙ্গাল	(১৭) আচার্য্যশেখরী	(১৮) বিজয়পণ্ডিতী
(১৯) চাঁদাই	(২০) মাধাই	(২১) ছায়া নরেন্দ্রী
(২২) ভৈরবঘটকী	(২৩) সুরাই	(২৪) শ্রীরঙ্গভট্টী
(২৫) চট্টরাঘবী	(২৬) হরিমজুমদারী	(২৭) বিদ্যাধরী
(২৮) পারিয়াল	(২৯) বালি	(৩০) দেহাটা
(৩১) ছৈ	(৩২) কাকুস্থি	(৩৩) নড়িয়া
(৩৪) রাই	(৩৫) রাঘবঘোষালী	(৩৬) ধরাধরী

দেবীবর ঘটকবিশারদ দোষের মিলন করিয়া কুলীন সন্তানগণকে উক্ত ছত্রিশ শাখায় বিভাগ করেন। ইহার এক এক ভাগের নাম মেল। কি দোষ অবলম্বন করিয়া কোন্ মেলের নির্দ্দেশ করেন, মেলবন্ধন নামক গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে লেখা যাইবে। এখন কেবল ফুলিয়া মেলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। কৌলীন্য-মর্য্যাদায় ফুলিয়া এবং খড়দহ মেল সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সমধিক মাননীয়॥

ফুলিয়া মেল উৎপত্তি কথন।

ধন্ধঘাটগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা।
যবনেন তু সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংশসুতেনবৈ॥

কুলজ্ঞ কুলীন শুন করি নিবেদন। কিরূপেতে ফুলিয়া মেল হইল সৃজন॥ পঞ্চগুণ সিন্ধু পুনঃ ইন্দু তাহে ধরি। ক্ষীরোদেতে শায়ী বিষ্ণু বটপত্রোপরি॥ যার স্থিতি তার দোষ ব্যাখ্যা করি পাছে। ফুলে মেল তাহে শেল ধন্ধ বলি আছে॥ হেতু তার শুন সার ধনোর সন্ততি। ব্যাসবংশ গরিষ্ঠাংশ শ্রীনাথ চাটুতি॥ তার সুতা রূপযুতা উর্ব্বশীর প্রায়। যত সখী সবে ডাকি স্নান হেতু যায়॥ ভৃগুবার তাহে আর দশ দণ্ড কালে। সখী সঙ্গে নানা রঙ্গে যায় ধাঁদা খালে॥ ধাঁদা স্থান পেয়ে স্নান করে সখীগণে। হেন কালে ঘোর ঘন উদয় গগনে॥ বিন্দুপাত তার সাত চঞ্চলা সঞ্চারি। কাদম্বিনী করে ধ্বনি শুনি চমকারি॥ বৈশাখেতে পশ্চিমেতে ঝড়ের আলয়। ঝড় জোর হ'ল ঘোর হইল প্রলয়॥ উড়ি পাংশু সহস্রাংশু ঢাকিল সত্বরে। ঘোরদায় আঁখি তায় প্রকাশিতে নারে॥ অন্ধকার হল সার সকল ভুবন। শিলাপাত বজ্রাঘাত মরে কত জন॥ কত কত শত শত ভাঙ্গিল ভূধর। লক্ষ২ শতকক্ষ ভাঙ্গে কত ঘর॥ ছড়২ ড়ুড়২ ঘোর শব্দ তায়। তাহে কত গর্ভপাত শিশু মূর্চ্ছা যায়॥ ত্বরা করি যত নারী যায় নিজালয়। এই ক্রমে পথভ্রমে চট্টসুতা রয়॥ তথা বাসা করিয়াছে হাঁসা থানাদার। ঘাটের নাবিক সেই করে পারাপার॥ হাঁসা নাবিকের ধাম সমীপে পাইয়া। তথা গিয়া প্রাণ রক্ষে শ্রীনাথ-তনয়া॥ বসি পরি বাতা ধরি ছিল ক্ষণ কাল। সেই হতে চট্টসুতায় ঘটিল জঞ্জাল॥ ঝড় অন্তে চট্টসুতা গৃহে

চলি যায়। ব্যাজ দেখি যত সখী করে বাক্যব্যয়॥ এস এস এস সখী বুঝিলাম অই। ছল করি থানাদারি ভেটে এলে সই॥ তাহা শুনি কানাকানি বিপক্ষেতে করে। এ দেশ ও দেশ অন্য দেশেতে সঞ্চরে॥ সেই হতে বিপক্ষেতে ধঁাদা২ কয়। কিন্তু জানি মিশ্রনানি পরামর্শ নয়॥ মিথ্যা বলি যদি গালি মহতের হয়। মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয়॥ সেই হেতু চট্টনাথু দোষী ধন্ধদোষে। বসি ভাবে কিবা হবে কেহ না জিজ্ঞাসে॥ তবে ধীর করি স্থির করিয়া সন্ধান। কংশারিকে কন্যা দিয়ে রাখিলেন মান॥ নিজপুত্রবর তায় দিলা পূতিরাজ। চট্ট গিয়া কন্যাদিয়ে করে রাজকায॥ রণ্ড পায় নাথাই চট্ট গোপীবন্দ্য হেতু। বড় রঙ্গ ধন্ধ সঙ্গ পাইলা চট্টনাথু॥

শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ধন্ধদোষ প্রাপ্তির পর নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলীর সহিত কুল করেন। ফুলের মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য গঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের পশ্চাৎ নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলির সহিত কুল করিয়া ধন্ধদোষ প্রাপ্ত হন। মেলবন্ধন কালে দেবীবর ঘটক গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের উপর ধন্ধদোষ স্থাপন করিয়া তাঁহার নামে ফুলিয়া মেলের নির্দ্দেশ করেন।

কারিকা।

গঙ্গানন্দ যোগেশ্বর কৃতিত্ব অপার। যাহা হতে মেল কুল হইল প্রচার॥ কুলেতে প্রধান গণি ভট্ট গঙ্গানন্দ। নীলকণ্ঠ করি ভট্ট হইলেন ধন্ধ॥ ধন্ধদোষে বন্দি হলেন ভট্ট মহাশয়।

হিরণ্যাক্ষ মধ্যে করি পশ্চাৎ মৃত্যুঞ্জয়॥ এ সব করিয়া হল অংশের প্রকাশ। আগল ভাঙ্গিয়া পরে উদয় গঙ্গাদাস॥ শ্রীনাথ(১) আসন তাহে কি কহিব আর। চন্দ্র সর্য্য দুই কুল উদিত সংসার॥

বীরভদ্রী থাক বর্ণন।

ফুলিয়ামেলাধিপতি গঙ্গানন্দভট্টাচার্য্যের পৌত্র পার্ব্বতী নাথ ঠাকুর নিত্যানন্দ গোস্বামির পুত্র বীরভদ্রের কন্যা বিবাহ করেন। পরে গয়ঘড়ি লক্ষ্মীনাথ বন্দ্যোপাধ্যার পুত্র হরিদাসকে বলপূর্ব্বক তাহার কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, হরিদাস স্বয়ং বিবাহ না করিয়া স্বপুত্র রামদাস দ্বারা গ্রহণ করেন; এ নিমিত্ত উভয়েই বীরভদ্রী শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। কোন কোন কুলাচার্য্য হরিদাসের পিতা লক্ষ্মীনাথের উপর ঐ দোষ আরোপিত করেন। লক্ষ্মীনাথ পার্ব্বতীনাথ ঠাকুরের পর্য্যায়ের লোক।

কারিকা।

ভট্টনারায়ণ বংশ গুণে অনুপম। রাঢ়ে অবতীর্ণ হল নিত্যানন্দ রাম॥ অবধূত নাহি ছিল জাতির ভ্রুকুটী। হরি বলে দেয় কোল এই পরিপাটী॥ মনোচট্টবংশোদ্ভব মাধব পণ্ডিত। দুহিতা গঙ্গাকে বরি করিলেক হিত॥ গঙ্গা সে দেখায় পথ পার্ব্বতীর তরে। ধনলোভে বিয়ে করে বীরের সুতারে॥

(১) কাঁটাদিয়ার শ্রীনাথ পাঠক।

নিতায়ের সুত বীরভদ্র নাম তার। স্বনামে হইল যার ভাবের সঞ্চার॥ পার্ব্বতী রামের সুত রাম সুত কার। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার॥ ফুলের মূলেতে ভাল পর্য্যা পাল্‌টি অাঁটা। লক্ষ্মীর অঙ্গেতে লাগে পার্ব্বতীর ছটা॥ কোন২ কুলাচার্য্য আক্ষেপ মানে না। হরিতে লাগায় ছায়া লক্ষ্মীতে বলে না॥ লক্ষ্মীনাথ লভ্যবন্দ্য আনাই ত নয়। পর্য্যার সম্বন্ধে লোহা চুম্বকেতে ধায়॥ হরিবরে লক্ষ্মীনাথ বীরভদ্রে যায়। রাঢ় বঙ্গে এই কথা কুলাচার্য্যে গায়॥ কিন্তু লক্ষ্মীসুত-সুত বন্দ্যরামদাস। পিতৃবরে পুরাইল পার্ব্বতীর আশ॥ সিন্দুরা-মল্লতে পূর্ব্বে আছিল নিতাই। অবধূত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥ বংশ গাঁই হলে করি কুল অপচয়। উদাসীন হলে কভু জাতি নাহি রয়॥ উভয় বর্জ্জনে বীর সক্ষাৎ হইল। কুলাচার্য্যে বটব্যাল রটনা করিল॥

দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক পঞ্চদশ গৌণ কুলের শ্রোত্রিয় আখ্যা প্রাপ্তি।

দেবীবর-ঘটক-বিশারদ বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চদশ গৌণকুল-সম্ভূত ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় আখ্যাদিয়া চারি অংশে বিভাগ করেন। যথা;—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি। অরি ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত তিন ভাগের ব্যক্তিগণ কুলীন-সম্প্রদায়ে কন্যাদান করিতে পারিবেন। অরির দলে বিবাহ করিলে কুলীনদের কুল ক্ষয় হইবে।

সাধ্যাঃ সিধ্যন্তি কালেন সিদ্ধাঃ সিধ্যন্তি বান বা।
সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ॥

সুসিদ্ধ নির্ণয়।

গাঁই	গোত্র
পোড়ারি	কাশ্যপ

সিদ্ধ নির্ণয়।

গাই	গোত্র
দীঘাড়ি	বাৎস্য
পিপ্‌লাই	ঐ
ডিণ্ডশায়ী	ভরদ্বাজ

সাধ্য নির্ণয়।

গাঁই	গোত্র
মহিন্তা	বাৎস্য
হড়	কাশ্যপ
গূড়	ঐ
পারিহাল	শাণ্ডিল্য

অরি নির্ণয়।

চোট্‌খণ্ডী কুলভিশ্চৈব রায়ী গাঁইচ কেশরী।
ঘণ্টেশ্বরী পীতমুণ্ডী গড়গড়ী চারয়ঃস্মৃতাঃ।
এতে সপ্ত অরয়ঃ।

ভাযা।

গাই	গোত্র
চোটখণ্ডী	বাৎস্য
কুলভি	শাণ্ডিল্য
রায়ী	ভরদ্বাজ
কেশরকুনী	শাণ্ডিল্য

গাঁই	গোত্র
ঘণ্টেশ্বরী	সাবর্ণ
পীতমুণ্ডী	কাশ্যপ
গড়গড়ী	শাণ্ডিল্য

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পিণ্ড দোষ বর্ণন।

রাঘব আর রামকৃষ্ণ, রাম(১) রমাকান্ত। চারি ভাই চক্রবর্ত্তী কুলেতে দুর্দ্দান্ত॥ রামেশ্বর বিয়ে করে মেটেরী নগর। জাহ্নবীতটেতে গ্রাম দুসারি সহর॥ নবদ্বীপ নরপতির হয় অধিকার। পণ্ডিত নামেতে রায় পেটা জমীদার॥ পালধি-বংশেতে সেই শ্রোত্রিয়প্রধান। তার কন্যা বিয়ে করে ঐ মতি-মান। সেই অংশে পুত্র তার হল কয়জন॥ পিতৃ-সেবা করে তারা অতি বিচক্ষণ॥ রাম সহোদর রমা কুল হরি বংশ(২)। উদ্যমে বিশ্রামে তার আছিল প্রশংস॥ শ্রীকৃষ্ণ রমার সুত ডিণ্ডিক(৩) বিচারে। না জানি করিল বিয়ে রায়ী গাঁই ঘরে॥ তদবধি রমা আইসে মেটেরী নগর। দেখিতে ভ্রাতার ভাব বৃদ্ধ রামেশ্বর॥ রামেশ্বরে বিশ্রামেতে নাহি হয় কুল। সর্ব্বদা ভাবেন রাম হইয়া আকুল॥ রমার পশ্চাতে কুল না হয় উচিত। কোথা বা হইবে কুল না হয় নিশ্চিত॥ রমার হইল ইচ্ছা বড়কে পশ্চাত। ফেলিয়া করিবে রমা কুলেতে আঘাত॥ রমার

(১) রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
(২) হরিবংশঠাকুরের সহিত রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুল।
(৩) ডিণ্ডশায়ী।

প্রধান পুত্র কুলে হল খাট। সেই কালে রমা বুদ্ধি পাকায় উৎকট॥ দাদারে কহিল রমা কি কর বসিয়া। জগন্নাথ দেখে আসি চল দুই ভায়া॥ পূর্ব্ব দেশে বাস করি গঙ্গা পাওয়া ভার। চাঁদ মুখ দেখে আসি জন্ম নাহি আর॥ ইহা বলি রমা রামে সঙ্গে করি নিল। ক্রমে২ পথ বয়ে নীলাচলে গেল॥ দরশন করি তথা হতে প্রত্যাগত। প্রসাদি চিঁড়ায় আটকে সঙ্গে নিলা কত॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় খণ্ডন। যেমন মনের গতি সেই মত হন। একের মনের গতি অন্যেরে মজাতে। না জানে অধম তার কি হবে পশ্চাতে॥ পথ মধ্যে বৃদ্ধ রামে হল মহাপীড়া। অতিসার হল তার হেতু ঐ চিঁড়া॥ রামেশ্বরে উঠিবারে শক্তি আর নাই। রমাভাবে এসময়ে দাদা ছাড়ি যাই॥ প্রত্যূষে উঠিল রমা রাম আছে শুয়ে। মালায় তণ্ডুল জল দাদার পাশে থুয়ে॥ সঙ্গির সহিত রমা করিল প্রস্থান। ক্ষণ পরে রামেশ্বর চৈতন্য যে পান॥ চারিদিগে দৃষ্টি করে কোথা গেল ভাই। করুণ-স্বরেতে ডাকে রমাই রমাই ক্রমে২ বহু ডাক দিলা রামেশ্বর। কাকস্যপরিবেদনা কে দেয় উত্তর॥ প্রহরেক হল বেলা গগনমণ্ডলে। রামেশ্বরের দৃষ্টি পড়ে তণ্ডুল আর জলে॥ মনে ভাবে রমা মোরে অন্ন জল দিয়া। সেথোর সহিত ভাই গিয়াছে চলিয়া॥ পূর্ব্ব হতে জানে রাম রমার চরিত্র। কিছুতে না হয় তার অন্তর পবিত্র॥ বিশ্রামেতে কুল বাকি আছয়ে

আমার। কি জানি রমাই বা কি করে ব্যবহার।। বোধ হয় কহিবেক দাদা লোকান্তর। মম বরে হবে কুল তোরা-শ্রাদ্ধ কর।। রমার পুত্রের আছে রায়ী গাঁই বিয়া। মোর কন্যা দান করাইবে তারে দিয়া।। সকল পুত্রের মোর করিবেক নাশ। এই ভাব রমা মনে করেছে নির্যাস।। ইহা ভাবি রামেশ্বর করি লাঠি ভর। ক্রমেং প্রত্যাগত মেটেরী-নগর।। দশদিনে দাই হাটে হল অধিষ্ঠান। মেটেরীনগরে দেখে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান।। বৃষভদাগন স্থলে উঠিতেছে ধূম। কোলাহল শব্দ তথা বড় ধামধূম।। ঘাটের মাজিরে রাম জিজ্ঞাসা করিল। ওপারে দেখিযে ওটা কি কার্য্য ঘটিল।। মাজি বলে মহাশয় আমি ভাবি তাই। আপনি না হও ঐ রায়ের জামাই।। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী আপনারি নাম। আপ-নার হয় শ্রাদ্ধ ঐ ধূমধাম।। এ বড় আশ্চর্য্য কথা নাহি হয় স্থির। আপনাকে দেখিতেছি জীবিত শরীর।। শ্রাদ্ধ কথা শুনি রাম অজ্ঞান হইলা। মুখে জল দিয়ে মাজি চেতন করিলা।। চেত-নান্তে বলে মোরে শীঘ্র কর পার। রামং শব্দ করে মাজি অনিবার।। ইতস্ততঃ করি মাজি করিলেক পার। কহিলা মাজিরে রাম ভ্রাতার ব্যাভার।। পার করি রামেশ্বরে সঙ্গেতে করিয়া। পৌঁছাইয়া দিলা মাজি রায় বাড়ী নিয়া।। মহা বুদ্ধি রামেশ্বরের অব্যর্থ সন্ধান। রমার মনেরে রাম দেখে বিদ্যমান।। রামেরে দেখিয়া রমার মনে হল ভয়। ভূত হয়ে

এল দাদা সবা কারে কয়॥ ইহা বলি রমাকান্ত হইল অন্তর্ধান। দেখিয়া সকল লোক হল হত জ্ঞান॥ রামেশ্বরে সকলেতে জিজ্ঞাসা করিলা। আদি অন্ত চক্রবর্ত্তী সকল কহিলা॥ শুনিয়া সভার লোক করে হায়২। এই মত ভাই যেন কারো নাহি হয়॥ পিণ্ড পেয়ে রামেশ্বর হইল দোষিত। কোথায় হইবে কুল সর্ব্বদা ভাবিত॥ বিশুসুত গোবিন্দের সহ কুল হয়। সেই হেতু রামেশ্বর কুলে বেঁচে রয়॥ বিশ্রামে গোবিন্দে পেয়ে পিণ্ড দোষ ঘোচে। হরি ন্যায়ালঙ্কার তাহা কারি কায় রচে॥

কারিকা—

আসীদ্রামেশ্বরাখ্যঃ ফুলকুল তিলকো নির্ম্মালোরাঢ়বঙ্গে, সদ্বৃত্তৈ সদ্বিচারৈঃ সমপদ সদৃশোনাস্তিকশ্চিৎকুলীনঃ। শ্রীগোপীনাথনাম্নাত্মজক কুলবরৈস্তন্যগোবিন্দমুখৈঃ বিশ্রামেলব্ধকীর্ত্তিঃ কুলদলবিজয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ॥

কেশরকুনী রাজা রাঘব কর্ত্তৃক রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কুলে কেশর দোষাক্ষিপ্ত।

শ্রাদ্ধ কথা শুনিলেন নবদ্বীপরাজা। আজ্ঞাদিলা রমারে করিতে হবে সোজা॥ পরেতে শুনহ তাহা কিরূপেতে ফলে। রমারে সাধয়ে গঙ্গা মুমূর্ষক কালে॥ ফুলিয়াগ্রামের নীচে জাহ্নবীর তীরে। আশারুর(১) তলে আনি রাখিল তাহারে॥

(১) বৃক্ষ বিশেষ—

রাজার ইঙ্গিত ছিল দেখিবে রমায়। সংবাদ দিলেক দূত রাজার সভায়॥ রাজা বলে আন মম ভগিনীর কন্যা। রমাসহ-বিয়াদিয়া তারে করি ধন্যা॥ যাদবেন্দ্র মুখ তার পিতৃব্য জামাই। রমাকান্ত বিনা-তার যোগ্য লোক নাই॥ ভ্রাতা-তার নীলকণ্ঠ রমাসহ কুল। সেই কুলে আনে রাজা কেশরেরমুল॥ যাদবেন্দ্র সুতা আর সঙ্গে শত ঢাক। অমাত্য সহিত তথা যান মহাভাগ॥ রমাকান্তসন্নিধানে রাজা অধিষ্ঠান। বলিলেন বন্দ্য অদ্য বিয়া বিদ্যমান॥ যাদবেন্দ্র সমতুল্য কুলীন না পাই। তুমি আছ আনি তাহে দিলেন গোসাঞি॥ ভাগিনীর ভাগ্য মম কহিতে না পারি। রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর হইবে সে নারী॥ উদ্যোগ হয়েছে সব ত্রুটি কিছু নাই। অদ্য তুমি হবে মোর ভাগিনী জামাই॥ যেমত করেছ কার্য্য পাবে তার ফল। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই না হবে বিফল॥ জগন্নাথ গেলে তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই লয়ে॥ সেই ফলে তব পুত্রে দেখে তব বিয়ে॥ অদ্যাপিও এই কথা জন শ্রুতি চলে। দেখাব বাপের বিয়া বলে রাগের কালে॥ ইহা বলি মহারাজ বিয়া আরম্ভিলা। ফুলিয়া সমাজ মধ্যে সংম্বাদ করিলা॥ রমাকান্তের বিয়া শুনি অবাক হইয়া। ফুলিয়ার সকল লোক যায় পলাইয়া॥ পেয়ে অন্তে রমাকান্তে রাজা নহে স্থির। রমা কুল নাশে রাজা জলন্ত মিহির॥ রাজা বলে এই কন্যা বিয়া কর রমা। রমা সে কন্যারে, বলে পুনঃ মা মা॥ রাজা বলে এই বিয়ার

ফুলিয়া মেলের দল নির্ণয়ের কারিকা।

রূপেতে বিরূপ রূপ দল বিষ্ণু রতি। পিণ্ডেতে পীড়িত-দল বলরাম অতি॥ বীরেতে বিষম ব্যস্ত শ্রীধরের দল। পর্য্যাহীন মধুসূদন করে টল মল॥ শ্রীমন্ত খানী দোষ মুর-হরের দল। রায়ী দোষে রমণ দিগড় হইল চঞ্চল॥ শ্রীমন্ত চট্টের দোষ রামেশ্বরের মাথে। কাশ্যপকাঞ্জারী দোষ দল-রঘু নাথে॥ অষ্ট দলে অষ্ট ভাগ পঙ্কজে পূর্ণিত। মধ্যরেণু বলরাম দলেতে বেষ্টিত॥

কুলের অংশ জানিবার নিমিত্ত সাঙ্কেতিক নিয়ম।

*আং	আর্ত্তি
লং	লভ্য
ন্যূং	ন্যূন
তুং	তুল্য
ক্ষেং	ক্ষেম্য
কং	কন্যা
বিং	বিবাহ
গ্রং	গ্রহণ
প্রং	প্রদান
আং প্রং	আদান প্রদান
বিপ	বিপর্য্যায়

*কুলের অংশ বুঝিবার জন্য যে সাঙ্কেতিক নিয়ম লিখিত হইল কুল শাস্ত্রে ঐ প্রকার লিখিত আছে। আং, আর্ত্তি অর্থাৎ পিতৃ তুল্য ব্যক্তি লং লভ্য তুং সমান, কং কন্যা এপ্রকার সকল বুঝিতে হইবেক। সম্পূর্ণ অক্ষর-দ্বারা লিখিতে হইলে অনেক প্রকার অসুবিধা হয় ও বারম্বার লিখিতে হয় এ জন্য কুলশাস্ত্রানুযায়িক অংশ সকল সাঙ্কেতিক নিয়মে লিখিত হইল।

বংশবুঝিবার সাঙ্কেতিক নিয়ম(১)।

বং	বন্দ্যোপাধ্যায়	চং দে	দেহাটারচাঠাতি
বংসা	সাগরদিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়	চং খা	খানকুলীয়ারচাঠাতি
বংবা	বাবসারবন্দ্য	চংধং	ধনোরচাটাতি
বংগ	গয়ঘড়ীরবন্দ্য	চংমং	মনোরচাটাতি
বংবাং	বন্দ্যবাঙ্গালপাশ	চংপং	পম্ভোরচাঠাতি
বংউ	উন্দুবারবন্দ্য	চংশিং	শিভোরচাটাতি
বংকাং	কাঁটাদিয়ারবন্দ্য	মুং	মুখটী
বংন	ন পাড়ীরবন্দ্য	মুংফুং	ফুলেরমুখটী
পূ	পুতিতুণ্ড	মুংকাং	কাচনারমুখটী
গাং	গাঙ্গুলি	মুংফুংস্বং	স্বল্পফুলেরমুখটী
চং	চাঠাতি	মুংআ	আড়িয়ারমুখটী
চংখং	খনিয়ার চাঠাতি	মুংবি	বিশ্বেশ্বর মুখটীরবংশ
চংঅ	অবশথি চাঠাতি	কাং	কাঞ্জিলাল
চংপা	পাটুলীর চাঠাতি	কুং	কুন্দ
চংণা	নাঁদার চাঠাতি	ঘোষ	ঘোষাল
চংচৈ	চৈতল চাঠাতি	বংবাংস্বং	স্বল্প বাঙ্গাল পাশি বন্দ্য

(১) বংশ বুঝিবার জন্য যে সাঙ্কেতিক নিয়ম লিখিত হইল তন্মধ্যে কতকগুলি নামের উপাধি অনুসারে কতকগুলি বসতি গ্রামের নামানুযায়ী, যথা সাগরদিয়ার বন্দোপাধ্যায়, সাগরদিয়া গ্রামের নাম হরি বন্দোপাধ্যায় সাগরদিয়া গ্রামে বাস করিতেন এ জন্য তাঁহার বংশে সাগর দিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতি। চৈতল চট্টোপাধ্যায়, এ স্থলে চৈতল নাম, অবশথি চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অবশথি নামে একটী যজ্ঞ করেন এ জন্য তদ্বংশে অবশথি চট্টোপাধ্যায় বলিয়া খ্যাতি। চংধং এস্থলে চং চট্টোপাধ্যায় অথবা চাঠাতি ধং ধনঞ্জয় বংশ এরূপ কতক নামানুযায়ী কতক গ্রামের নামে বংশ বুঝিতে হইবেক।

ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত শ্রীহর্ষ বংশাবলি।
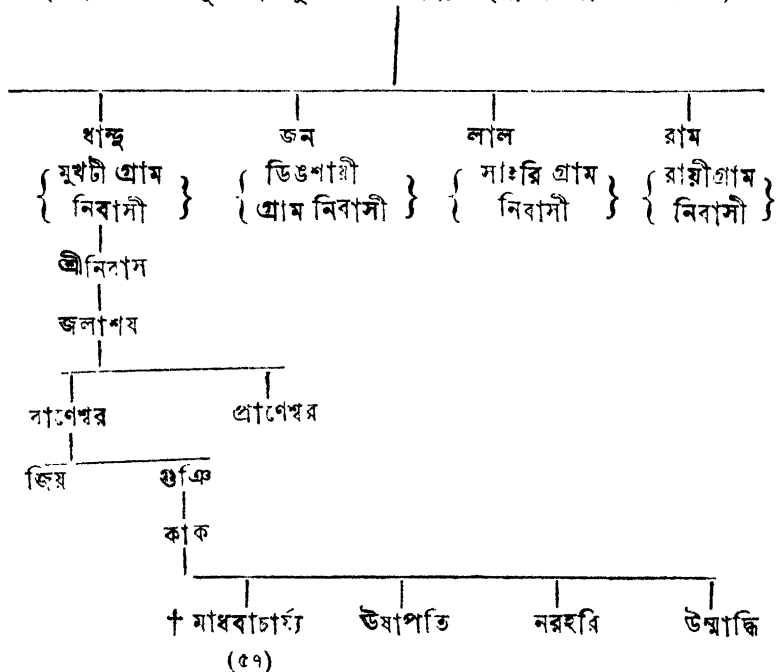
* নামের নিম্নে অগ্রে দাড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম না লিখিয়া বন্ধনীর মধ্যে চিহ্নিত ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়াছেন অগ্রে লিখিয়া পশ্চাৎ দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লেখা গেল এরূপ প্রত্যেকের নামের নিম্নে কুল অথবা অন্যান্য বিষয় লিখিয়া পরে রীতিমত বংশাবলি লেখা যাইবে।

† চিহ্নিত ব্যক্তির নামের নিম্নে যে পত্রাঙ্ক দেওয়া হইল গ্রন্থের তত পৃষ্ঠায় তাঁহার বংশাবলী—লিখিত হইল। এরূপ প্রত্যেকের বিষয় লেখা যাইবে।

আয়িত হইতে পর্য্যায় স্থাপন হয়—

আয়িতের কুলের কবিতা—

আয়িতস্থ পরিবর্ত্ত আর্ত্তাদেবল কেপুরা। চট্টেন বহুরূপেণ মকরন্দ সমোচিতঃ॥ জাঙ্গুলা লেন সমানোহসৌ পূতিগোবর্দ্ধনেনচ। উচিতেন খাঁটুকেন দেবলেন সমঃ পুনঃ॥ মহিন্তামাধবঃ ক্ষেম্য গুড়িশরণক স্তথা। উধরুকা লৌলিকশ্চৈব পুত্রৌ দ্বৌখ্যাত পৌরুষৌ॥

---

* শ্রীহর্ষ হইতে চিহ্নিত ব্যক্তি কত পুরুষ অন্তর, এস্থলে সহজে বুঝাইবার জন্য, শ্রীহর্ষ সুত ধান্দু তৎসুত শ্রীনিবাস তৎসুত জলাশয় এরূপ তৎসুত বারম্বার না লিখিয়া এক দুই ক্রমে অঙ্কপাত করিয়া চিহ্নিত ব্যক্তির পিতার নাম পর্য্যন্ত লিখিয়া তাহার নিম্নে দাড়ি দিয়া চিহ্নিত ব্যক্তির নাম লিখিত হইল। নামের দক্ষিণদিগে যে পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল গ্রন্থের সেই সেই পৃষ্ঠায় চিহ্নিত ব্যক্তির ভ্রাতাদির নাম দেখ।

* আয়িত (৫৭)

আর্ত্তিবং দেবল উংচং বহুরূপ বং মকরন্দ বং জাহলান পূতি গোবর্দ্ধন বং খাঁটু আং প্রং পুন উং বং দেবল ক্ষেমা মহিন্তা মাধবা চাষ্য গুড়ি, শরণ প্রং।

উদ্ধবের কুলের কবিতা।

সুতাচ বহুরূপস্য উধকেন বিবাহিতা।
ত্রিদেব মধ্য দেবেন মহাদেবেনযঃ সমঃ ॥
উচিতশ্চকিতো চট্টোদেবত্বমাগমত্ততঃ।
বিকর্ত্তন শিয়োকোচ উধকস্য সুতাবুভৌ ॥

উদ্ধব হইতে প্রকৃতি নির্ণয়ের কারিকা—

কিতো মহাদেব উধ স্ত্রি দেবাঃ।
সমানরূপাভুবন প্রসিদ্ধাঃ ঃ

ভাষা।

প্রকৃতির শুন কথা হয়ে এক মতি।
চট্ট কিতো মহাদেব হুয়েছিল কৃতী ॥
অন্তে উধো পাইয়া হইল কৃতার্থ।
অতঃ পর ডাকিল ভরদ্বাজের মন্ত্র ॥

---

* দেবল আয়িতের আত্তি অর্থাৎ পিতৃপর্য্যায়ী আদান প্রদানে পিতৃপর্য্যায়ী, ব্যক্তি মেমেব সমান হয় এজন্য দেবল আর্ত্তি সত্বেও আয়িতের সহিত আদান প্রদানে কুল করায় সমান হইয়াছে। শ্রীহর্ষ হইতে আয়িত কত পুরুষ অন্তর এখানে লেখা অনাবশ্যক আয়িত প্রসিদ্ধ মনুষ্য প্রযুক্ত লেখা হইল না নামের দক্ষিণদিগে যে পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল তত পৃষ্ঠায় আয়িতের পিতৃ পিতামহের নাম দেখ বন্ধনা মধ্যে কুল লিখিত হইল নিম্নে দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লেখা গেল এরূপ প্রত্যেকের নামের নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে কুল লিখিয়া পশ্চাৎ দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লিখিত হইবে।

* বামদিগে যে পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল তত পৃষ্ঠায় চিহ্নিত ব্যক্তির পিতৃ পিতামহের নাম দেখ।

† শিয় মুখস্য খঞ্জস্য দীনভাবত্বাৎ বং দুর্ব্বলং করং গৃহীতবান এতেন লভ্যভূতো ন্যূনস্ত মুং শিয়ো ইতি প্রকৃতি কোমলত্বং প্রকৃতি স্থান নির্দ্দেশাৎ পুত্রে নৃসিংহে ফুলিয়া—রবো ভবিষ্যতি।

‡ ইনি ফুলিয়াগ্রামে বাস করেন এজন্য ইহার বংশ ফুলিয়ার মুখটী বলিয়া পরিচিত।

১ আরিত। ২ উদ্ধব। ৩ শিয়। ৪ নৃসিংহ। ৫ গর্ভেশ্বর।

|

* মুরারিওঝা—(৫৯)

আর্ত্তি ঘোষ শিব ঘোষ জগন্নাথ

চং খং তিয়ো বংন রাম লং বংশ

চক্রপাণি ক্ষেম্য ঘোষ কৃষ্ণ মিশ্র আং প্রং

|

ভৈরব | সৌরি | মদন | † অনিরুদ্ধ | বনমালী | মার্কণ্ড | শ্রীনিবাস | ব্যাস

মদন — ইহার বংশে বিদ্যাসুন্দর প্রণেতা ভারত চন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেন—

† অনিরুদ্ধ — আর্ত্তি চংখং পুণ্ডো চং অং গোপাল বং বা প্রজাপতি লং চং ধং ব্যাস ক্ষেম্যচ পা রঘু চংঅ হরি ঘোষ গঙ্গাধর আং প্রং অত্র পিণ্ড দোষং—

|

বনমালী

|

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত

ইনি ভাষা রামায়ণ রচনা করেন—

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারিওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥

বরাহ　শুভঙ্কর　লক্ষ্মীধর　ধিতো　নারায়ণ　ঋষি　গোবর্দ্ধন

লক্ষ্মীধর
হালদার
আর্ত্তিবংবা শ্রীমান চংঅ
সত্যবান লং চং ধং পরাশর
উংচং চে ঈশ্বর ক্ষেম্য চং পা
বাচস্পতি লংবংগ পশাই
ক্ষেম্য ঘোষ সত্য বাণ আং প্রং

ত্রিলোচন　দুর্গাবর পণ্ডিত　মনোহর পণ্ডিত　নরাই　বিষ্ণু　কমলাকর　লোক নাথ পণ্ডিত

* আরিত সুত উদ্ধব তৎসুত শিয় তৎসুত নৃসিংহ এরূপ তৎসুত নৃসিংহ এরূপ তৎসুত তৎসুত বারম্বার না লিখিয়া এক দুই অঙ্কপাত করিয়া মুরারি ওঝার পিতার নাম পর্য্যন্ত লিখিয়া তাহার নিম্নে দাড়ি দিয়া মুরারিওঝার নাম লিখিত হইল ও বন্ধনীব মধ্যে কুল লিখিয়া তাহার নীচে দাঁড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লিখা গেল নামের দক্ষিণদিগে যে পত্রাঙ্ক পাত করা গেল গ্রন্থের তত পৃষ্ঠায় মুরারিওঝার ভ্রাতাদির নাম ও রীতিমত পিতৃপিতামহের নাম দেখ এরূপ প্রত্যেকের এক দুই অঙ্কে পিতৃ পিতামহের নাম এবং বন্ধনীয় মধ্যে কুল লেখা যাইবে ॥

† বলাদার্ত্তি পজোকস্য গাঙ্গাপি পরমেশ্বরঃ। জগপতি বরেণৈব পিণ্ডাভ্রাতচতাবুভৌ।
লক্ষ্মীধরের সাত পো। পাঁচ পোনে হোথা থো॥ দুগ মন দুটী ভাই। যাহা লয়ে কুল পাই॥

১ আয়িত্ত। ২ উদ্ধব। ৩ শিয়। ৪ নৃসিংহ। ৫ গর্ব্বেশ্বর।
৬ মুরারিওঝা। ৭ অনিরুদ্ধ। ৮ লক্ষ্মীধর হালদার।

মনোহর পণ্ডিত—(৬০)
আর্ত্তি চং পা বাচস্পতি লংচং
ধং চতুর্ভুজ বংগ বংশধর ক্ষেম্য
বং কাং গোবিন্দ ঘোষ
কংশারি মিশ্র আং প্রং—

বল্লভ পংচু সুষেণপণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের কুলের কবিতা।

লভ্যোবন্দ্যাবতংশঃ কুশল মতিরভূদ ভ্রাতৃ যোগেহিরণ্যঃ। তুল্যোহয়ং পূর্ব্ব দৃষ্টা উদয়ো কুলবরোহ পার্ত্তি গাংনীলকণ্ঠঃ। গঙ্গাদাসঃ সুচট্টঃ পিতৃ কুল সদৃশো যস্য ভদ্রোঢ়িতা শ্রীঃ গঙ্গানন্দঃসুধীরো মুখকুলজলধেঃ পূর্ণচন্দ্রস্যভাতিঃ। শ্রীনাথ পাঠক ক্ষেম্যঃ শিবাচার্য্যবরেণবৈ। রামাচার্য্যস্য তৎপুত্রোজাতঃ স্বকুল ভূষণং।

নাঁদা দোষের কারিকা।

নাঁদার বাঁড়ুরির মেয়ে বল্লভের বিয়ে। দুর্গাবর পণ্ডিতে নাঁদাতারে বরণিয়ে॥ হিরণ্য কারণে নাঁদাগঙ্গানন্দ পায়। নীলকণ্ঠে আর্ত্তি করি ধন্ধ দোষ তায়॥ তার পর গঙ্গানন্দ শ্রীনাথেরে করে। মুল্লুক জারি ভ্রাতৃপুত্র-শিবাচার্য্য বরে॥ এত দোষ গঙ্গানন্দে ঘটে এল শেষে। শ্রীনাথ হইল পালটি সমাজগত দোষে॥

ধন্ধ দোষের কারিকা।

ধোন্ধা খাল স্থানে ছিল হাঁসাই থানাদার। ঘাটের নাবিক সেই করে পারাপার॥ শ্রীনাথের—কন্যা যায় স্নান করিবারে॥ ঝড়ে পড়ে হাঁসাধামে প্রাণ রক্ষা করে। এই জন্য ধন্ধ ধুন্ধ সকলেতে কয়॥ প্রকৃত পক্ষেতে সেই দোষী কভু নয়॥ আর্ত্তি রসে ক্ষেম্য বসে নীল কণ্ঠে যায়। নীলার্ত্তি করণে ধন্ধ গঙ্গানন্দ পায়॥

গঙ্গানন্দনন্দ ভট্টাচার্য্য—(৬১)

লংবংগ হিরণ্য ভ্রাতৃযোগে, উংচংচৈ উদয় আর্ত্তি গাং নীল কণ্ঠ লংচংধং গঙ্গা দাস আং প্রং ক্ষেমাবংকাং শ্রীনাথ পাঠক ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য বরেণ গ্রংঅত্র মেল ফুলিয়া—

* বিশ্বেশ্বরের কুলের কবিতা—লভ্যোবন্দ্যাবতংসো ভবতি কুলবরঃ শ্রীরঘু লক্ষ্মীনাথৌ, গোপীগৌরী সুচট্টৌ চিতলি কুলভবৌ তুল্যতাং জগ্মতুশ্বে।। সোঽয়ং বিশ্বেশ্বরোহংসো মুখকুলকমলে ভাস্করঃ প্রাদুরাসী ওস্মাদ্ গোবিন্দ গঙ্গো ভবতি কুলবরো নির্ম্মলোবাড়বঙ্গে ॥

১ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য। ২ রামাচার্য্য।
(৬১)

বিশ্বেশ্বর—(৬২)
(লং বংগ রঘু বংগ লক্ষ্মীনাথ
উং চং টৈ গোপীকান্ত চং টৈ
গৌরীকান্ত আং প্রং ভ্রাতৃ রাঘবেন্দ্র,
কাশীশ্বর, গোপাল যোগে)

গোবিন্দ ঠাকুর—
(উং বংসা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী
প্রং বিশ্রামে পুনর্ব্বংসা
রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রং তৎপুত্র
গোপীনাথ বরেণ প্রং)

রুদ্রঠাকুর (কেশর কুণী বিং) | * বলরাম ঠাকুর | জনার্দ্দন ঠাকুর (বংশাভাব)

* প্রবাদ আছে কেশরকুণী রাজা রাঘব বলরাম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুদ্রঠাকুরকে বলপূর্ব্বক নিজ পিতৃব্য গোবিন্দ রায়ের কন্যার সহিত বিবাহ দেন পশ্চাৎ বলরাম ঠাকুর গঙ্গাধর ঠাকুর রতিকান্ত ঠাকুর মধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। ঠাকুরগণ কুলরক্ষার্থ রাজার দৌরাত্ম্যে ফুলে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে আসিয়া গঙ্গাধর ঠাকুর খামার গাছি রতি ঠাকুর পাঁচগড়া বলরাম ঠাকুর বলাগড় মধুসূদন তর্কালঙ্কার কেলেগড় ইত্যাদি গ্রামে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন বলাগড় গ্রামের-নাম অংটি সেওড়াছিল বলরাম ঠাকুর বাস করার দরুণ ঐ নাম লোপ হইয়া বলাগড় নাম হয়।
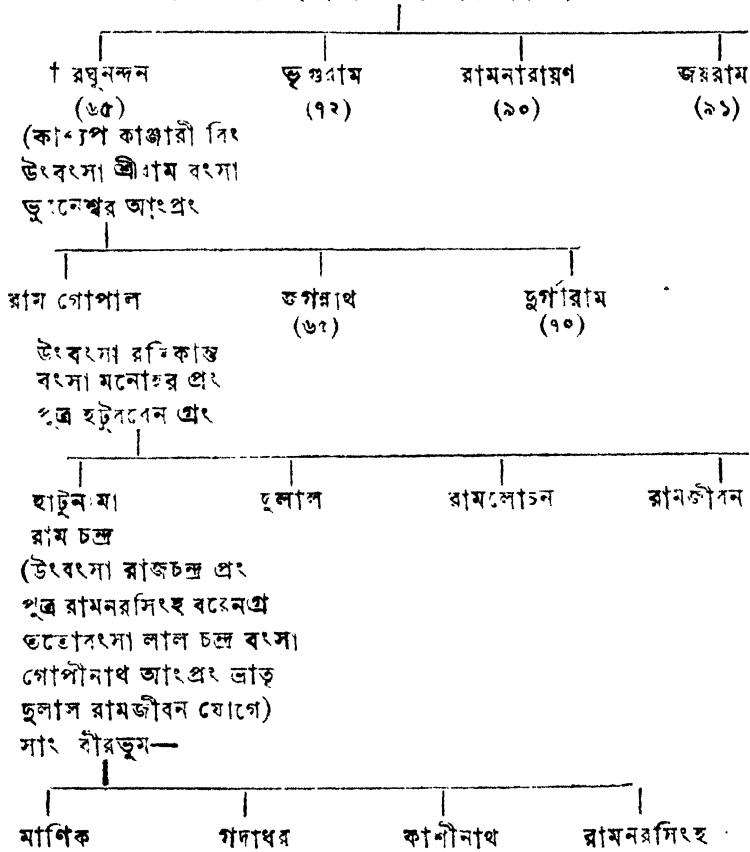
* চিহ্নিত ব্যক্তি প্রসিদ্ধ লোক ইহার নামেই বংশ চলিতেছে অতএব ফুলিয়া মেলাধিপতি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য হইতে ইনি কত পুরুষ অন্তর এখানে লিখা অনাবশ্যক নামের দক্ষিণদিগে যে পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল গ্রন্থের তত পৃষ্ঠায় পিতৃপিতামহের নাম দেখ নামের নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে কুল লিখিত হইল পশ্চাৎ দাড়ি দিয়া পুত্রাদির নাম লেখা গেল এরূপ প্রত্যেকের লেখা যাইবে।

† খ্যাতঃ কাশ্যপকাঞ্জিকে রঘুরতো ভৃগ্বাদি রামঃ পদে মুং নারায়ণ সন্তুতি গয়ঘড়ি বীরাঃ পরাঃ পৌতগাঃ। বার্দ্ধকে জয়রামসুং গয়ঘড়িয়াদোঃ সুতা মুরংগেদিখংস্যাদ্বলরাম মুখ্য জমুসাংরম্যাং কুলং ভার্গবে॥

বলরাম পুত্র রঘুনন্দন বংশাবলী—

১ বলরাম। (৬৩)   ২ রঘুনন্দন।

- জগন্নাথ—(৬৪) (উংবংসা রতিকান্ত আংপ্রংবংসা ভুবনজ)
  - নরসিংহ (উংবংসা রামকৃষ্ণ বংসা হরেকৃষ্ণ আংপ্রংবংসা রতিকান্ত জো)
    - রামলোচন (উংবংসা রামহরিগ্রং বংসা হরেকৃষ্ণজ ততোবংসা দেবনারায়ণ প্রং)
    - রামহরি উংবংসাতিতু প্রংপুত্র ভৈরববরেনগ্রং বংসা রামকৃষ্ণজ
    - রামসুন্দর উংবংসা রামলোচন প্রংবংসাহরে কৃষ্ণজপশ্চাং গাংরামচাঁদে কন্যাপ্রং অত্র খড়দহ ভাব
      - রাধানাথ
      - শ্যামচাঁদ
      - রঘুনাথ
      - গঙ্গাসাগর
  - আনন্দি রাম (৬:)
  - রামকৃষ্ণ (৬৭)
  - বিনোদরাম (৬৯)
  - রামপ্রসাদ

নন্দকুমার
উংবংসা রামচাঁদ
প্রং পুত্র ঈশ্বর
বরেনগ্রং)
তারিণী
ভৈরবচন্দ্র
উংবংসা গোরা
চাঁদ প্রং বংসা
রাম হরিজ্ঞ
গোলোক চন্দ্র
প্যারিমোহন
ভঙ্গ
কমলাকান্ত
ভঙ্গ সাং আর
খাদা
মুল্লুকচাঁদ
হরচন্দ্র
প্রসন্ন
পঞ্চানন
সাং জঙ্গল
বাদাল
শ্যামা চরণ
চন্দ্রকান্ত
পূর্ণচন্দ্র
কালী কান্ত
বিষ্ণু চন্দ্র
কৃষ্ণ চন্দ্র
আনন্দ চন্দ্র
বদন চন্দ্র
জগ চচন্দ্র
মহেশ চন্দ্র
শ্রীনাথ
বংশী বদন
রসিক লাল
রঙ্গ লাল
প্রিয় নাথ
ঈশ্বরচন্দ্র
বেণী
সাং বরাহনগর
দেবনারায়ণ
প্রিয় নাথ
প্রতাপনারায়ন
মহিমচন্দ্র
দিগম্বর
কেদার নাথ
নীলাম্বর
অমৃত
হীরালাল
গুরুপ্রসাদ
(ভঙ্গ সাং
কলসকাঠি)
ধর্ম্মনারায়ণ
(ভঙ্গ সাং বাগনা-
পাড়া)
চণ্ডী প্রসাদ
ব্রজ মোহন
ভঙ্গ লক্ষ্মীপুর
রামধন
বৈদ্যনাথ
রামদেব
দীননাথ
সীতানাথ
দীনবন্ধু
যজ্ঞেশ্বর
কাশীশ্বর
হরিচরণ

বলরাম পুত্র রঘুনন্দন বংশাবলী—

বলরাম ১। রঘুনন্দন ২। জগন্নাথ ৩।—
(৮৩)

আনন্দিরাম—(৬৫)
(উং বংসা গোকুল তৎ পুত্র—
শিবচন্দ্র বরেণ প্রং বসা হরি—
নারায়ণজ কেশব পৌত্র—

- রামশঙ্কর উংবংসা গোপী নাথ
  - রাম দুলাল
  - রামকুমার
  - চণ্ডীচরণ
  - কৃষ্ণ প্রসাদ উংবংসা শিবচন্দ্রপ্রং
- রাম নিধি উংবংসা গোপী নাথ
  - রামচন্দ্র
  - সদাশিব
  - রামধন (উংবসা তারিণী বংসা অভয় আংপ্রং ভাতৃ রামচন্দ্র যোগে
    - গৌর মোহন
    - কৃষ্ণমোহন
    - গোপীমোহন
- হরিনারায়ণ (উংবংসা দুর্গা প্রসাদ)
  - নন্দ দুলাল
  - শিবচন্দ্র
  - তারাচাঁদ
  - নবকৃষ্ণ
- রামনারায়ণ (চং পাখোয়াল গোসামিন কং বিং ভঙ্গ সাং বাগনাপাড়া।)

রূপনারায়ণ
(উঃবংসা তিন কড়ি প্রঃবংসা রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী ভ্রাতৃরামধন যোগে)

জয়নারায়ণ
লংবংগ কামাখ্যাচরণ প্রঃ

দেবনারায়ন
লংবংগ কামাখ্যাচরণ প্রঃ

রামধন
(উঃবংসা তিন কড়ি প্রঃ বংসা রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী)

যাদবিন্দু
সাং হিজলনা

যদুনাথ
সাং সিঙ্গের-কোন

মধুসূদন
পিতামহ পর্য্যায় বংসা প্রসন্নসা কংবিং বংসা রামেশ্বরজলক্ষ্মণ গোষ্ঠী

ব্রজনাথ
(উঃবংসা কামাখ্যা

দীননাথ
পাঁচু

রামনাথ

ঈশান
উঃবংসা দীননাথ প্রঃ
রামদাস
সাং সিঙ্গেরকোন

মহেশ
সাং শান্তিপুর

কৈলাস
রাখাল

নীলমাধব
উঃবংসা পূর্ণ চন্দ্র প্রঃ

নিত্যগোপাল
সাং সিঙ্গেরকোন

বলরামজ রঘুনন্দন বংশাবলি—

গৌর সুন্দর
রামকুমার
উদয়চাঁদ (উং বংসা ভৈরবগ্রং)
বিশ্বনাথ (৬৮)
শিবচন্দ্র
রাজকুমার (৬৮)
রামচাঁদ
কাশীনাথ
তারিণী
মদন
পঞ্চানন (৬৮)
নীলমণি
রামকুমার
তিলক
কাশীনাথ
মহিমচন্দ্র (উং বংসা হরিনাথ ততঃ পুত্র যোগেন্দ্র বরেণ গ্রং সাং বলাগড়
গোপালচন্দ্র
দেবেন্দ্র
যোগেন্দ্র
হরি (ভুকৈলাস বিং)
জ্ঞানচন্দ্র
কনকচন্দ্র
ফণীভুষণ
গিরিশ (সাং বলাগড়)
জনার্দ্দন
ভোলানাথ (উং বংসা বিষ্ণুচন্দ্র গ্রং
হরি
শিখর
কিরণ
বিশ্বেশ্বর
সর্ব্বেশ্বর
যজ্ঞেশ্বর সাং বলাগড়

বলরামজ রঘুনন্দন বংশাবলি।
১। বলরাম। ২। রঘুনন্দন। ৩। জগন্নাথ। ৪। রামকৃষ্ণ। ৫। পদ্মলোচন।
(৬৩)
বিশ্বনাথ—(৬৭)
নবগোপাল
উংবংসা রজনী
প্রংরামনাথ গোষ্ঠী সাং
রাজকুমার—(৬৭)
উমাচরণ
খুদিরাম
রামচাদ—(৬৭)
উংবং সাহল ধর গ্রং
শ্যামাচরণ
(উংবংসা কান্তি চন্দ্র প্রং সাং বলাগড়
বরেশ
সুরেশ
যোগেন্দ্র
কুমুদ
পঞ্চানন—(৬৭)
উংবংসা নিমাই গ্রং ততো
বংসা হরিশ্চ প্র ংবংসা
রামরতন পুত্র মোহন চাঁদ
বরেনগ্রং বংসালক্ষ্মণ গোষ্ঠী
রাজনারায়ণ
বিশ্বম্ভর
সাং বলাগড
উমেশ
অঘোর
মোহন চাঁদ
উংবংসা কালীনাথ গ্রং
ততো বংসা মথুরমোহন
পুত্র নীলকমল বরেণ গ্রং
ততো বংসা দ্বারকানাথ
পুত্র মহাদেব বরেণ গ্রং
সাং বগচর—জেলা যশোহর
নীলকমল
মহাদেব
রসিকলাল
রামনরসিংহ

১। বলরাম।
(৬৩)
২। রঘুনন্দন।
৩। জগন্নাথ।
বিনোদরাম—(৬৫)
ভবানীশঙ্কর—
বৈদ্যনাথ
(উঃবংসা গঙ্গানারায়ণগ্রং
পশ্চাৎ উঃবংসা রামরতন পুত্র
বরদাকণ্ঠবরেণগ্রং তস্য পুত্র
চাঁদ মোহন বরেণগ্রং
সাং সুবল আড়া
রাজনারায়ণ
(উঃবংসা নবীন গ্রং
কেশব গোষ্ঠি)
তারকচন্দ্র
বরদাকণ্ঠ
উমাচরণ
বিশ্বেশ্বর
মাধবচন্দ্র
শীতলচন্দ্র
হরিচরণ
দুর্গাচরণ
উঃবংসা
কালীশঙ্করগ্রং
নবীন চন্দ্র
ভঙ্গ
চন্দ্রশেখর
জিতেন্দ্র
নিবারণ
সাং বলাগড়
প্রবোধচন্দ্র
চারুচন্দ্র

বলরামজ রঘুনন্দন বংশাবলি—

১। বলরাম। (৮৩) ২। রঘুনন্দন।

দুর্গারাম—(৬৪)
উংবংসা মনোহর ততঃ পুত্র
রামরামবরেণপ্রং বংসা
ভুবনজ গোপীনাথ গোষ্টি—

রামচন্দ্র (উংবং সারামনি খিপ্রং)
রামশরণ (৭১)
শ্যামসুন্দর
রামপ্রসাদ (৭১)

রামচন্দ্রের পুত্র—
কৃষ্ণরাম
বিষ্ণুরাম
নীলমণি
রামদুলাল
বিশ্বনাথ

কৃষ্ণরাম — মৃত্যুঞ্জয়
বিষ্ণুরাম — হরিনারায়ণ
নীলমণি — সূর্য্যনারায়ণ
রামদুলাল — রাজনারায়ণ
বিশ্বনাথ — উংবংসা কিনুআংপ্রং পশ্চাৎ উংবংসা রাজকিশোর প্রংততঃ পুত্র দামোদরবরেণ প্রং

রামগোবিন্দ
বংশাভাব

কালীকুমার
উংবংসা রামরতন
ততঃ পুত্র চাঁদমোহন
বরেণ গ্রং সাং শিবপুর

- অন্নদাচরণ
- শ্যামাচরণ
- হেমচন্দ্র
- তুলসী
- অম্বিকাচরণ

রামকমল
উংবংসা রামকানাইবংসা
ভগবান আংগ্রং

- হারান
- ভগবতি
  বাঁকাবরসি
  জেলা-যশোহর

রামপ্রাণ
উংবংসা ভগবান
বংসাং রামকানাই
বংসা দামোদর গ্রং

- নসিরাম
- শরচ্চন্দ্র
- রাধিকাপ্রসাদ
- চন্দ্রভূষণ
- শিবনাথ

রামজয়
উংবংসা ভগবান
গ্রং ততঃ পুত্র দ্বারকানাথ
বরেণ গ্রং পশ্চাৎ উংবংসা
কালীকুমার গ্রং

- শিরিশ
- প্রহ্লাদ
  ভদ্র
- হেমচন্দ্র
- রাজেন্দ্র
- সত্যচরণ
- যোগেন্দ্র

বলরামজ রঘুনন্দন বংশাবলি—

১ বলরাম। ২ রঘুনন্দন। দুর্গারাম।
(৬৩)

- রামশরণ—(৭০) উংবংসা রামহরি প্রং
  - পঞ্চানন্দ — উংবংসা রাল চাঁদ আপ্রং
    - রঘুনাথ
    - গঙ্গাধর
    - মোহনচন্দ্র — অন্যকন্যাভাব
  - রামরতন — উংবংসা রামচাঁদনতঃ পুত্র আনন্দ বরেণ প্রং
    - উমেশ
      - নিবারণ
  - সাতুনামা — কালীপ্রসাদ উংবংসা রামচন্দ্র প্রংবংসা যশোদানন্দজ বংসা রাম নাথংবংশ
    - কাশীনাথ — কন্যাভাব
      - গিরিশ — উংবংসা হরচন্দ্রপ্রং রুদ্র গোষ্ঠী পশ্চাৎ উংবংসা পঞ্চানন প্রং কেশব গোষ্ঠী
        - বামনচন্দ্র
        - কৃষ্ণলাল — সাং জঙ্গল বাদাল
    - প্রাণনাথ — বংশাভাব
  - রামানন্দ — বংশাভাব
  - রামতনু — পুত্রপর্য্যায় বংসা তারাচাঁদ প্রংবংসা কেশর গোষ্ঠী
    - কালীশঙ্কর — উংবংসা তাষিণী পুত্র তারক বরেনপ্রং ততঃ পুত্র দুর্গাচরণ বরেন প্রংততো বংসা অভয়ততঃ পুত্র বরেণ প্রং
      - তারক
        - শিবনাথ — সাং জঙ্গল বাদাল
    - লোকনাথ
    - রামচরণ — উংবংসা তারিণী প্রং ততঃ পুত্র দুর্গাচরণ বরেন প্রং বংসা অভয় প্রং ততঃ পুত্র গোবিন্দ বরেণ প্রং
      - নিশিকান্ত
      - কৃষ্ণসখা
  - রামধন — বংশাভাব
- রামপ্রসাদ — উংবংসা রামহরি প্রং পশ্চাৎ উংবংসা কৃষ্ণহরিপ্রং বংসামৃত্যুঞ্জয়জ লক্ষ্মণ গোষ্ঠী

উংবংসা আনন্দপ্র ততো
বংসা প্রসন্ন প্রং বংসা কালীনাথ
পুত্র মধুবরেণপ্র পশ্চাউং বংসা
প্রসন্ন প্রং রমাকান্ত গোষ্ঠী

বংশাভাব

মধুসূদন
পিতামহ পর্য্যায় বংসা প্রাণ
(নাথ প্রং রমাকান্তচক্রবর্ত্তীর বংশ)

সীতানাথ
(উংবংসা গোপাল প্রংসাং বাসবী)

গুরুপ্রসাদ
উংবংসা রামতনু প্রং
বংসাকৃষ্ণ হরিজ

দর্পনারায়ণ

শিব শঙ্কর
উংবংসা
রাম তনু প্রং

তারিণী

জয়নারায়ণ

অভয় চরণ

পার্ব্বতীচরণ

ভগীরথ
(উংবংসা শ্রীকান্ত
প্রংততঃ পুত্র
ঈশ্বর বরেণ প্রং

দেবনারায়ণ
বংশাভাব

লক্ষীনারায়ণ

ধর্ম্মনারায়ণ
উংবংসা
পার্ব্বতী পুত্র
গোবিন্দ বরেণ প্রং
ততং পুত্র উমাচরণ
বরেণ প্রং

(অম্বিকাচরণ
উংবংসা ঈশ্বর প্রং

জগচ্চন্দ্র
আখণ্ডল অনঙ্গ
মোহন দেব
রায়সা কংরিং
ভঙ্গসাং ছান্দড়া

দীননাথ

গোবিন্দ
উবসা ঈশ্বরপ্রং

রাজেন্দ্র উপেন্দ্র অবিনাশ
সাং জঙ্গল বাদাল

সতীশ সাতু

অমর গনেশ

নবীনচন্দ্র বামনচন্দ্র
সাং রাধাডাঙ্গা

আনন্দ
উংবংসা শ্রীকান্ত

রাজনারায়ণ
প্রং ভ্রাতৃ ভগীরথ যোগে

অক্ষয় শঙ্কর

গোপীকান্ত
রামচন্দ্র

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি—

কালীপদ
তারাপদ
আশুতোষ
চন্দ্রকুমার প্রমদানন্দ
কালীকুমার রাধাকিশোর সাং বলাগড়
শারদা
গোপাল
পূর্ণ সাং যশড়া
নিবারণ

তিলকচন্দ্র (গাং রামকৃষ্ণ রায়সা কং বিং ভঙ্গ সাং নড়িয়া
গোলকচন্দ্র

রাজচন্দ্র সং বংসা গোলোক প্রং বংসা রাধা মোহন
হরিদাস

বৃন্দাবন উং বংসা প্যারি মোহন বং সা নবীন প্রং
জগদ্বন্ধু
পরীক্ষিত
শ্রীনাথ

অম্বিকাচরণ সাং নড়িয়া
সনাতন সাং কোটাপাড়া
চিন্তাহরণ জেলা ফরিদপুর

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। (৬৩)

২। ভৃগুরাম।

৩। কৃষ্ণরাম।—

- গৌরীচরণ—(৭২) (উঃবংস্য রাম রাম জাঃপ্রঃ বংস্য রুদ্ররাম গৌর বিশ্রাম উঃবংস্য কৃষ্ণকীঙ্কর বংস্য রামলোচন প্রঃ রামেশ্বর বংস্য
  - দেবীচরণ (গাং রামচরণ রায়স্য কংবিং ভঙ্গ সাং বড়িষা)
  - দুর্গাচরণ (উঃবংস্য কালী শঙ্কর প্রঃবংস্য রামরায়স্থ—)
    - বিশ্বনাথ বীরভদ্রী অদ্বৈত চাঁদ গোস্বামিনঃ কংবিসাং কলিকাতা সিমলিয়া
    - কাশীনাথ ভঙ্গ
    - বেণীমাধব
  - রঘুনাথ (চংপা বিনোদ গোস্বামিণঃ কংবিং ভঙ্গ সাং বাগনাপাড়া) উঃবংস্য রাজ চন্দ্র প্রঃ)
    - সীতানাথ
    - ভীমদেব
    - বনমালি
      - হেড়ম্ব (সাং গুপ্তিপাড়া)
    - শিবচন্দ্র
    - আনন্দ
    - জগদ্বন্ধু
    - বিশ্বম্ভর
  - অভয়চরণ উঃবংস্য রাধামোহন প্রঃ পুত্র মোহনচাঁদ বরেন প্রঃ রামেশ্বর বংশ—
    - রাজবল্লভ
    - মোহনচাঁদ
    - হরচন্দ্র
  - নীলমনি—(৭৭)
  - তারাচাঁদ (৭৭)

† চিহ্নিত ব্যক্তি এমএ বিএল উপাধিত প্রসিদ্ধ উকিল—

বলরাম ভৃগুরামবংশাবলী।

- হরচন্দ্র
  - পূর্ণচন্দ্র
- মহানন্দ সাং গঙ্গানগর
  - নিশীকান্ত
  - রাজকুমার
  - অনাথবন্ধু
- ফটীক সাং কোয়ারপুর জেলা ফরিদপুর
- নবীন
- হরিমোহন সাং কাঠালবেড়িয়া জেলা ফরিদপুর
- কালাচ[illegible]
- চন্দ্রমোহন
- শশীভূষণ সাং বজ্রযোগিনী

- রামচন্দ্র
  - নন্দগোপাল
  - পঞ্চানন সাং বড়িয়া
    - কালীকিশোর
    - অভয়কিশোর
    - তারাকিশোর
      - [illegible]কিশোর
      - হরিকিশোর
      - রষকিশোর
      - দেবকিশোর
      - সত্যকিশোর
      - ষষ্টিকিশোর
  - গোবৰ্দ্ধণ
  - কমল
  - কালীবর
- রামমোহন
- রামতনু
- ভোলানাথ
- কালিদাস
  - রাজচন্দ্র
  - ঈশ্বরচন্দ্র
    - শ্যামাচরণ
    - অম্বিকাচরণ
    - অভয়চরণ
    - রাখাল দাস সাং দেবানন্দপুর
      - পাঁচু
      - দাশরথী
  - গিরীশচন্দ্র
- কানাই
- গুরুদাস
- কেদার
  - রামধন সাং বাগদাজার
    - বীরেশ্বর
- কমলাকান্ত
- মদনমোহন
- রামসুন্দর
- রামলোচন

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

কুলচন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র
উংবংসা কৃপানাথ ততং
পুত্র হরিমোহন নরেন প্রং
ভ্রাতৃ অভয় যোগে
সরুপচন্দ্র
নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যস
কংবিং ভঙ্গ সাং নলচিরা
বংসা রামকমলে কন্যা প্রং
অভয়
উংবংসা কৃপানাথ প্রং
ভ্রাতৃকৃষ্ণচন্দ্র যোগে
দারকানাথ
হরি:মোহন
ভঙ্গ
যজ্ঞেশ্বর
সাং বাগড়া
রামকুমার
রাজকুমার
কালীনাথ
আনন্দ
প্যারীমোহন
সাং বজ্রযোগিনী
রাসমোহন
কৈলাস
কালীমোহন
চন্দ্রমোহন
কালীকুমার
হরকুমার
গোবিন্দ
কাশী
শ্রীনাথ
প্রভাত
প্রতাপ
মুকুন্দ
নিবারণ
ললীত
ঈশ্বরচন্দ্র
উংবংসা সিদ্ধেশ্বর প্রং
ভ্রাতৃ বলরাম যোগে
গৌরচন্দ্র
শিবমজুমদারস্য
কংবিং ভঙ্গ সাং তড়া
বংসা কালীনাথে কন্যা প্রং—
বলরাম
উংবংসা সিদ্ধেশ্বর
ভ্রাতৃ ঈশ্বর যোগে
শ্যামাচরণ
কালীকুমার
সাং বজ্র যোগিনী
গোবিন্দ
শশি
কামিনী
নবীন
রাজমোহন
সাং সামসিদ্ধি
বেহারিলাল
সাং কালীঘাট
জগবন্ধু
দীনবন্ধু
গুরুপ্রসন্ন
হারাণ
সাং বজ্রযোগিনী
উপেন্দ্র
অভীন্দ্র

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। ২। ভৃগুরাম। ৩। কৃষ্ণরাম। ৪। গৌরীচরণ।

* এম, এ, বি, এল, উপাধিধারী বর্দ্ধমানের উকীল।

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলী।

২। ভৃগুরাম। ৩। কৃষ্ণরাম। ৪। গঙ্গাপ্রসাদ।

- শিবপ্রসাদ—(৬৪) (উংবংসা রামচন্দ্র ভ্রাতৃ কালীপ্রসাদ চণ্ডীপ্রসাদ রামকানাই যোগে)
  - উমাশঙ্কর সাং বজ্রযোগিনী
    - বিশ্বেশ্বর
      - কেদার
    - বৈকুণ্ঠ
      - রামেশ্বর
  - ব্রজসুন্দর
- রামকানাই—(৬৪) (উংবংসা রামচন্দ্র প্রং ভ্রাতৃকালী প্রসাদ চণ্ডী প্রসাদ শিবপ্রসাদ যোগ বিশ্রামে উংবংসা রামচাঁদ পুত্র ঈশান বরেনগ্রং ততঃ পুত্র ঈশান বরেন প্রং)
  - জগদ্বন্ধু (কৃষ্ণমোহন রায়চৌধুরী কন্যা কংবিং ভঙ্গ সাং কলসকাঠি উংবংসা উমাকান্ত আং প্রং)
    - তারকচন্দ্র সাং পাঁচগাঁও
    - বিপিন (উংবংসা কেনারাম গ্রং সাং বজ্রযোগিনী)
      - নির্ম্মলচন্দ্র
    - রোহিণী (উংবংসা কেনারাম বংসা কেদার গ্রং সাং পালং)
      - রসিকলাল
      - হরিলাল
      - মতিলাল
      - হীরালাল
    - রাসবেহারি (সাং ভোমসার)
      - শীতলচন্দ্র
    - কালিদাস
    - আনন্দবেহারি
    - ক্ষিতীমোহন
  - ঈশানচন্দ্র (উংবংসা মহেশ প্রং বংসা রামচাঁদজ)
  - নবীনচন্দ্র

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

- জগচ্চন্দ্র (বংসা আরাধন বংসা রাজচন্দ্রেকন্যাপ্রং)
  - গোপালদাস (বংসা কেদার বংসা খুদিরামে কন্যাপ্রং)
    - তারাপ্রসন্ন (বংসা বিধু বংসা নারায়ণ কন্যাপ্রং)
      - দেবেন্দ্র
      - নরেন্দ্র
    - করালীপ্রসন্ন
    - † কপালীপ্রসন্ন
      - সুরেন্দ্র
    - বিষ্ণুপ্রসন্ন
      - যতীন্দ্র
    - হরিপ্রসন্ন
  - রামদাস নবকিশোর নানাস্থানে কন্যাপ্রং
    - রামরতন
- ঈশ্বরচন্দ্র (বংসা শ্যামাচরণেকন্যাপ্রং)
  - রাখালদাস বংগ ভবদেবে কন্যাপ্রং
    - কালী
    - হরি
    - বিনোদ
      - অমূল্য
      - অপূর্ব্ব
      - অনুরূপ
    - কিরণ
    - অবিনাশ
  - ঝাপ্‌পালাল সাং চাত্‌রা
  - ভুতনাথ
    - শশীভুষণ
- [illegible]চন্দ্র (বংসা যদুনাথে কন্যাপ্রং)
  - কালিদাস
  - নরসিংহ (বংসা কান্তি চন্দ্রে কন্যাপ্রং)
    - শশীশেখর
      - কামাখ্যাচরণ
    - অনিলশেখর
    - অখিলশেখর

† চিহ্নিত ব্যক্তি এমএ বিএল উপাধিত প্রাসন্ধ মুনসব।

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। (৬৩)

২। ভৃগুরাম।

অযোধ্যারাম—(৭২)
(উং বংসা সুরনারায়ণ প্রং পুত্র নিমাইবরেনপ্রং)

নিমাই
(পিতৃ অবিদ্যমানে বংসা সুরনারায়ণস্য কং শিং অত্র বিপর্য্যয় দোষ প্রাপ্ত লং বংগ গোপীরমণ বংশকৃপারাম বংগরাম হরি প্রং পুত্র হরিনাথ বরেনপ্রং বংগ তিতুজ্ঞাঃ রামচন্দ্র বংশ)

হরিনাথ
(উং বংসা চন্দ্রশেখর বংসা সম্ভুচন্দ্র আংপ্রং)

রাধাকান্ত — গোলোক

রামরাম—(৭২)
(উং বংসা ইন্দ্রনারায়ণ পুত্র রামকিশোর বাসুদেব বরেনপ্রং ততঃ পুত্র রামহরিবরেনপ্রং বংসা রামবল্লভজ)

রামকিশোর
(উং বংসা রামহরি পুত্র রামনিধি বরেন প্রং ততঃ পুত্র নীলমনি বরেনপ্রং)

রামনিধি
(উং বংসা রামপ্রসাদ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র শিবচন্দ্র বরেনপ্রং ততঃ পুত্র কন্দর্পগণবরেন প্রং)

মৃত্যুঞ্জয়
(গাং হরিদেব রায়স্য কং বিং ভঙ্গ বংসা রামচন্দ্রে কন্যাপ্রং)

বাসুদেব
(উং মুং শিবচরণ পুত্র মানিক বরেনপ্রং ততঃ পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ বরেনপ্রং)

মানিক
(উং বংসা গঙ্গাপ্রসাদ আংপ্রং)

তারাচাঁদ

দ্বারকানাথ — চন্দ্রনাথ

রাজচন্দ্র—(…)

কেদার কাশীনাথ (বংসা প্রেম নারায়ণে কন্যাগ্রং) সিদ্ধেশ্বর হিরালাল

নিরাঞ্জন বিশ্বরঞ্জন ভরাঞ্জন

কমলাকান্ত রামকমল ভগবান রামেশ্বর রাধা-গোবিন্দ প্রাণনাথ ভৈরব শম্ভু কৃষ্ণচন্দ্র বিজয়গোবিন্দ শিবচন্দ্র-গোলোক রাম-গোবিন্দ মধুসূদন প্রাণকৃষ্ণ তিলকচন্দ

নীলকান্ত সাং আয়দা * সীতাকান্ত সাং বহুবাজার সীতানাথ (উঃবংসা ভুবনগ্রং)

রজনীকান্ত নলিনীকান্ত যামিনীকান্ত

* ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটীমেজেষ্ট্রট।

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। ২। ভৃগুরাম। ৩। রামরাম।

রামরাম
- রাজচন্দ্র—(৬৮) (উঃবংসা শিবচরণগ্রঃ) তত্তঃ পুত্র রামপ্রসাদ বরেন প্রং)
  - রামলোচন
  - পীতাম্বর
  - কালীপ্রসাদ (উঃবংসা রাম সুন্দর পুত্রধন বরবরেনগ্রঃ)
    - চণ্ডীবর
    - ধনবর (উঃবংসা ভুবন ভ্রাতৃ চণ্ডীবরযোগে)
      - ঈশ্বরচন্দ্র
    - জগবন্ধু
    - মদনমোহন
    - চন্দ্রকান্ত
  - গৌরীচরণ

বলরামজ ভৃগুরাম বংসাবলি।

বলরামজ ভৃগুরাম বংসাবলি।

১। বলরাম। (৫১) ২। ভৃগুরাম। ৩। সুন্দররাম। ৪। ধনঞ্জয়।

- চণ্ডীচরণ—(৭০) (বংসা পার্ব্বতীনাথ রায়স্য কংবিং ভঙ্গ সাং চুচুড়া উংবংসা হরিহর আংপ্রং)
  - গোপীনাথ
    - বদন (উংবংসা কেদারপ্রং)
      - শারদা সাং সিমলা
    - পূর্ণচন্দ্র
  - রামতনু
    - দীননাথ
      - শিরিষ সাং নলডাঙ্গা
  - পীতাম্বর (বংসা দুর্গাচরণপ্রং)
    - রাজনারায়ণ (উংবংসা হরিদাসপ্রং)
      - বটকৃষ্ণ
      - সত্যকৃষ্ণ সাং কাচড়া পাড়া
  - রত্নেশ্বর
    - অক্ষয়
- কাশীনাথ—(৭০) (উংবংসা রাজকিশোর বংসা রামনর সিহ আং প্রং)

হরিশ্চন্দ্র
ঈশানচন্দ্র ভং
উং বংসা রামকমলপ্রং
গিরীশচন্দ্র
ভগবতি
গঙ্গানারায়ণ
(কন্যাভাব)
রতন
সাং ধর্ম্মদা
উমেশ
মহিম ভঙ্গ
বিজয়
হরি
জগচ্চন্দ্র
রারসা
কংবিং ভঙ্গ
সাং পেনেটী
বীরেশ্বর
সুরেশ্বর
শ্রীমোহন
সাং ধর্ম্মদা
কালীমোহন
ভুবনমোহন
ভীষ্ম ভঙ্গ
সাং শ্যামকুর
কালীপ্রসন্ন
উংবংসা পীতা-
ম্বর গ্রং
পূর্ণচন্দ্র
(উংবংসা
ঈশানগ্রং)
শ্রীহরি
প্রাণহরি
কালীধন
(উংবংসা বলরামপ্রং)
ধর্ম্মদাস
তারাধন
অমূল্য
প্রকাশ
শ্যামাধন
(উংবংসা হরি পদ বংসা
রজনীপ্রং)
সাং বলাগড়
প্রবোধচন্দ্র
জ্ঞানচন্দ্র
শতীশচন্দ্র

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। (৫১) ২। ভৃগুরাম। ৩। সুন্দররাম। ৪। ধনঞ্জয়।

- আনন্দচন্দ্র—(৭০) (লংবংগ কানাইগ্রং)
  - প্রাণকৃষ্ণ
  - কৃষ্ণলাল বংকাং আনন্দ নারায়ণ রায়স্য কংবিং ভঙ্গ সাং চুচুঁড়া)
    - তিনকড়ি (সাং চুচুঁড়া)
      - জটিলেশ্বর
      - হরিহর
      - রত্নেশ্বর
  - রামগোপাল
    - হরমোহণ ভঙ্গ
    - চন্দ্রমোহন
    - প্যারীমোহন (সাং হবিরপুর জেলা নদীয়া)
    - ভুবন
- রঘুনাথ—(৭০)
  - পঞ্চানন
    - অক্ষয় (সাং বলাগড়)

বলরামজ ভৃগুরাম বংসাবলি।

১। বলরাম। (৫১) ২। ভৃগুরাম। ৩। সুন্দররাম।

- রামকান্ত—(৭০) (উংবংসা রামহরি পুত্র কালীদাস বরেনগ্রং ততঃ পুত্র নীলমণিবরেনগ্রং)
  - কালীদাস (পিতৃবরেবংসা রামহরিকন্যাকংবিং)
    - দীননাথ (উংবংসা মধুসূদনগ্রং)
      - যাদুগোপাল (গাং কৃষ্ণগোবিন্দ রায়স্য কংবিং ভঙ্গ সাং বড়িষা)
        - শরচ্চন্দ্র (সাং বড়িষা)
- লোহারাম—(৭০) (উংবংসা কালীশঙ্কর পুত্র কাশীশ্বর বরেনগ্রং ততঃ পুত্র রামগতী হরি মোহনবরেনগ্রং)
  - রামচন্দ্র
  - কাশীশ্বর
  - দুর্গাদাস
  - নবকুমার (উংবংসা কাশীনাথগ্রং)
  - কৃষ্ণকান্ত ভংঙ্গ
    - দ্বারকানাথ
      - গঙ্গাচরণ (সাং নলডাঙ্গা)

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলী।

১। বলরাম। (৫১) ২। ভৃগুরাম। ৩। সুন্দররাম।

- বাঞ্ছারাম—(১০) (গাং নন্দদুলাল রায়স্য কংবিং ভঙ্গ সাং বড়িষা বংস্য গোপীনাথেন সহ আংপ্রং বংস্য কেশব গোষ্ঠী)
  - ভবাণীশঙ্কর
  - শিবচন্দ্র (উংবংস্য হরিনাথপ্রং)
    - হরিশ্চন্দ্র (উংবংস্য ভগবানপ্রং সাংবলাগড)
      - মহেশ
      - নারায়ণ
      - রামগতী
      - কালীধন
  - শম্ভুচন্দ্র (উংবংস্য গোলোক নাথপ্রং)
    - গিরীশ
  - রামচাঁদ
  - দুর্গাপ্রসাদ (উংবংস্য রামনাথপ্রং)
    - গোপাল
  - রামগোপাল
    - রঘুচন্দ্র
    - নবকুমার
    - কুশাই
  - গোবিন্দচন্দ্র (উংবংস্য ভুবনপ্রং)
  - ঈশ্বরচন্দ্র (বংস্য বদনে কন্যাপ্রং)
  - চন্দ্রশেখর (উংবংস্য রামনাথপ্রং)

শ্যামাচরণ
তিনকড়ি
লালচাঁদ
রামলাল
(সাং বলাগড়)
কৃষ্ণলাল
গোপীনাথ
ব্রজনাথ
দেব-
নারায়ণ
পঞ্চানন
গুরুদাস
অন্নদাপ্রসাদ
যোগেন্দ্রপ্রসাদ
রাধিকাপ্রসাদ
রাজেন্দ্র
(সাং যুনেদহ)
কৈলাসচন্দ্র
কালীপ্রসন্ন
(সাং কলিকাতা
বেণেটোলা)
গৌরীপ্রসাদ

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলি।

১। বলরাম। (৫১)

২। ভৃগুরাম।

গঙ্গারাম—(৬০) (উংবংসা তনুরামপ্রং তস্যঃ পুত্র জয়নারায়ণবরেনপ্রং)

রামদুলাল (চং রামচাঁদস্য কংবিং ভঙ্গ সাং সিমলা উংবংসা গোপীনাথ প্রং) | রামকিশোর (রামকান্ত গোস্বামিনঃ কংবিং ভঙ্গ সাং বৈঁচি উংবংসা প্রাণকৃষ্ণপ্রং) | যুগোলকিশোর (৭৬) | নসিরামনামা রাজকিশোর—(৭৭) | গোরাচাঁদ | গোকুল (৭৭) | দর্পনারায়ণ (৭৭) | রাজীব

কালীপ্রসাদ — পঞ্চানন | মাণিক | রামচন্দ্র | দুর্গাপ্রসাদ | নীলমণি | সুখময় (বংসা জগন্নাথপ্রং) | মদনগোপাল | গোবিন্দ | বামপ্রসাদ | কালিদাস | রামদাস | শিবচন্দ্র | ভৈরবচন্দ্র | রাধানাথ | হরিনাথ | হংশেশ্বর | হরচন্দ্র | লালমোহন — যদুনাথ

রামকুমার
দুর্গাপ্রসাদ
বিষ্ণুচন্দ্র
প্রাণহরি
তারাচাঁদ
ভগবান
বামাচরণ
উমেশ
কালীপদ
(সাং বলাগড়)
বঙ্গচন্দ্র
(সাং তিলই)
চন্দ্রমোহন
(সাং জপ্সা)
কৃষ্ণকুমার
হরকুমার
চন্দ্রকুমার
হরকুমার
ভুবন
রাধাকিশোর
ভোলানাথ
শিবচন্দ্র
উমাচরণ
পার্ব্বতী
(সাং বলাগড়)
অশ্বিনীকুমার
মানিনীকুমার
শিবানীকুমার
জগচ্চন্দ্র
ভৈরব
আনন্দ
রাজচন্দ্র
বদনচন্দ্র
মনোহর
কালীমোহন
বিশ্বম্ভর
হরচন্দ্র
হারাণ

বলরামজ ভৃগুরাম বংসাবলি।

১। বলরাম। (৫১)　　২। ভৃগুরাম।　　৩। গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম
- যুগোলকিশোর—(৭৫) উঃবংসা রামদুলালপ্রং পুত্র রামপ্রসাদবরেনগ্রং—
  - রামসুন্দর (উঃবংসা রামচন্দ্রপ্রং বংসা রামদুলালজ)
    - পঞ্চানন ভঙ্গ
      - দ্বারকা নাথ (সাং টালা)
      - শ্রীকৃষ্ণ (সাং বড়া)
      - জয়
    - মৃত্যুঞ্জয় ভঙ্গ
      - কালীনাথ (সাং হাবড়া)
      - উমাচরণ (সাং করেসডাঙ্গা)
      - অক্ষয়
      - মহেন্দ্র (সাং অম্বিকা)
  - রামচরণ (উঃবংসা মাধব পুত্রজয় গোপাল বরেনগ্রং ততো বংসা গোলোকপ্রং বংসা রামজয়জো)
    - জয়গোপাল (উঃবংসা হরকিশোরপ্রং বিশ্রামে উঃবংসা গঙ্গা প্রসাদ কৃতি পুত্র রামকৃষ্ণ বরেনগ্রং ততঃ পৌত্র শশি বরেনপ্রং
      - রামকৃষ্ণ (লংবংগ নবকৃষ্ণগ্রং পশ্চাৎ পিতৃবরে বংসা গঙ্গাপ্রসাদস্য কং বিং। উঃবংসা মহানন্দ গ্রং ততঃ পুত্র মন মোহন বরেনপ্রং ততো বংসা কামাখ্যা-চরণ বংসা অম্বিকাচরণপ্রং)
      - অমৃত (গাং রামচন্দ্র* রায়স্য কংবিং ভঙ্গ সাং বড়িষা)
      - জ্ঞানচন্দ্র (গাং রামচন্দ্র রায়স্যং কংবিং ভঙ্গ সাং বড়িষা)
  - বিশ্বনাথ (উঃবংসা চন্দ্রনাথ আংপ্রং ততোবংসা ভৈরবগ্রং পুনর্ব্বং ভৈরব পুত্রকালাচাঁদ বরেনগ্রং)
    - জয়নারায়ণ (গাং কালীকান্ত রায়স্য কংবিং ভঙ্গ সাং বড়িষা
      - শশী (সাং বড়িষা)
    - দীননাথ (বং কাশী নাথ ঠাকুরস্য কংবিং ভঙ্গ সাং কলিকাতা)
    - কালাচাঁদ (উঃবংসা মধুসূদন গ্রংবংসা রাধানাথজ
      - অক্ষয় (সাং হালীসহর)

বলরামজ ভৃগুরাম বংশাবলী।

১। বলরাম। ২। ভৃগুরাম। ৩। গঙ্গারাম।

নসিরামনামা—(৭৫)
রাজকিশোর
পুত্র পর্য্যায় বংসা
রামগোপালে কন্যাপ্রং
রামনারায়ণ গোষ্ঠী)

রামতনু রামজীবন সৃষ্টিধর বঙ্গচন্দ্র

গোকুল—(৭৫)
(জয়দেবস্য
কংবিং ভঙ্গ)

দর্পনারায়ণ—(৭৫)
(ছকু ঘোষালস্য কংবিং ভঙ্গ
সাং পাথরা, বংসা হরি
হরে কন্যাপ্রং
সাং বলাগড়

মুরলীধর
(বংসা চন্দ্র
নাথে কন্যাপ্রং
কেশব গোষ্টি

শ্রীকান্ত
শরচ্চন্দ্র
মোহিনী

কমলাকান্ত
হীরালাল

হলধর
বিশ্বম্ভর
(বংসা মতি
লালে কন্যাপ্রং)
হরিমোহন
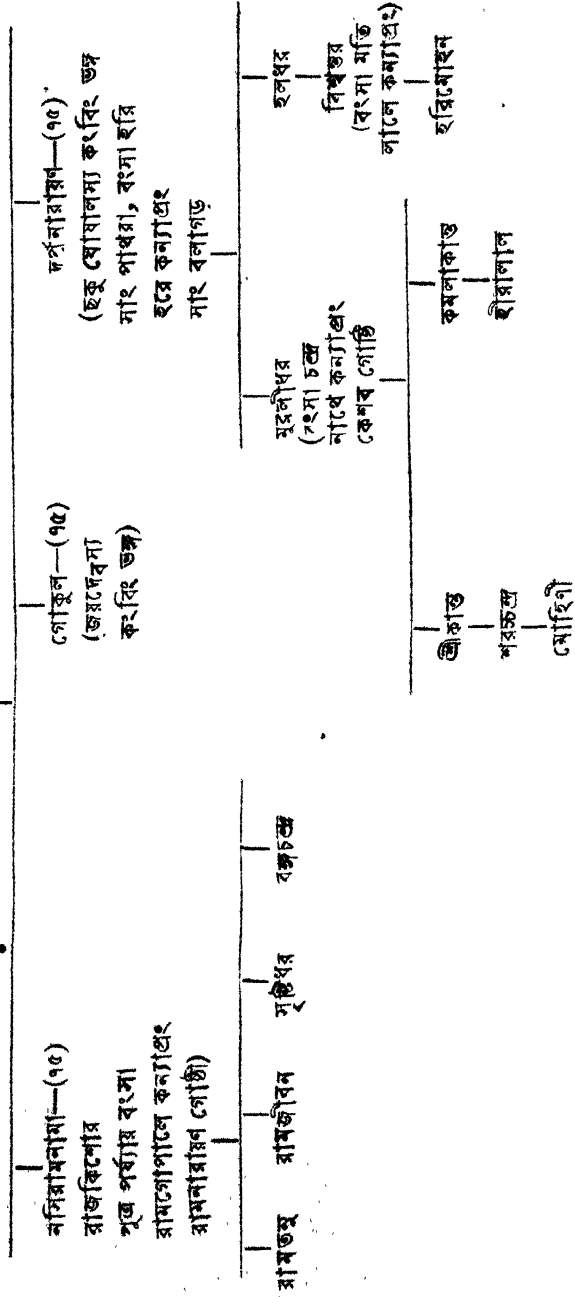
বলরামজ রামনারায়ণ বংশাবলী।

- বলরাম—
  - রামনারায়ণ—(৬৪)
    (উংবংসা রামবল্লভ বংসা রঘুনন্দন বংসা কৃষ্ণরাম বংসা রামগোবিন্দ আং প্রং ভ্রাতৃ ভৃগুরাম জয়রামযোগে)
    - বাণেশ্বর
      (উংবংসা নীলকণ্ঠ গ্রংবংসা কৃষ্ণদেবেজ রামনারায়ণ পৌত্র ততো বংসা বেণীরাম বংসা শ্যামসুন্দর আং প্রং)
    - চণ্ডীচরণ
      পীতমুণ্ডী চাঁদ রায়স্য কংসিং
    - বৈদ্যনাথ
      (উংবংসা শ্রীবল্লভ বংসা মাধব বংসা রামশরণ বংসা শ্রীকান্ত বংসা প্রাণকৃষ্ণ আংপ্রং পিতৃব্য পুত্র সন্তোষ রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণদেবযোগে)
      - মনোহর
        (লংবংগ প্রেমনারায়ণগ্রং ততঃ পুত্র রাধাচরণবরেন প্রং ততো বংগ জয়নারায়ণ গ্রং ততঃ পুত্র শিবু বরেন প্রং)
        - রামকান্ত
        - গোরাচাঁদ
      - শ্যামসুন্দর
        (উংবংসা কালীচরণ আংপ্রং)
        - রামলোচন
          - কৃষ্ণমোহন
            (উংবংসা রামরামপ্রং পুত্র মধুবরেন প্রং)
            - মধুসূদন
              (উংবংসা শ্যামাচরণ প্রং)
              - শিবচন্দ্র—
                (পিতৃ পর্য্যায় বংসা চাঁদমোহন গ্রং বংসা লক্ষ্মণ বংশ সাং শ্রীবরা জেলা মেদিনীপুর)
            - লক্ষ্মীনারায়ণ
          - চন্দ্রমোহন
            ভঙ্গ
          - গোপীমোহন
          - রাসমোহন
      - গোকুল
        (উংবংসা বিশ্বনাথ বংসা কালীচরণ আংপ্রং পশ্চাৎ লংবংগ কৃপারাম গ্রং)
        - শম্ভুচন্দ্র
        - ভৈরবচন্দ্র

বলরামজ জয়রাম বংশাবলী।

বলরাম—

জয়রাম—(৬৪)
(উংবংসা রামবল্লভ বংসা রঘুনন্দন বংসা কৃষ্ণরাম বংসা রামগোবিন্দ আংপ্রং ভ্রাতৃ ভৃগুরাম রামনারায়ণ যোগে পশ্চাৎ লংবংগ যাদবেন্দ্র প্রং বংগ রামচন্দ্রজ ষষ্ঠীদাস পৌপ্র

- সন্তোষ (উংবংসা শ্রীবল্লভ বংসা রামশরণ বংসা মাধব বংসা শ্রীকান্ত বংসা প্রাণকৃষ্ণ আং প্রং ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রাধাকৃষ্ণ পিতৃব্যভ্রাতা বৈদ্যনাথ যোগে, পিতা জয়রামে গয়ঘড়ি যাদবেন্দ্রস্য কংবিং পূর্ব্বে)
  - বৃন্দাবন (লংবংগ নিধিরাম আংপ্রং ততো বংগ রঘুরামপ্রং ততঃ পুত্র শ্রীরাম বরেন প্রং পশ্চাৎ উংবংসা রামশঙ্করপ্রং ততঃ পুত্র দর্পনারায়ণ বরেনপ্রং বংসা রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী
    - রামলোচন (৯২)
    - কাশীনাথ
    - বিশ্বনাথ
  - রাধামোহন (৯৩)
  - ব্রজমোহন (৯৩)
- কৃষ্ণদেব (উংবংসা শ্রীবল্লভ বংসা মাধব বংসা রামশরণ বংসা শ্রীকান্ত বংসা প্রাণকৃষ্ণ আং প্রং ভ্রাতা সন্তোষ রাধাকৃষ্ণ পিতৃব্যভ্রাতা বৈদ্যনাথ যোগে পিতা জয়রামে যাদবেন্দ্রস্য কং বিং পূর্ব্বে)
- রাধাকৃষ্ণ (উংবংসা শ্রীবল্লভ বংসা মাধব বংসা রামশরণ বংসা শ্রীকান্ত বংসা প্রাণকৃষ্ণ আং প্রং ভ্রাতা সন্তোষকৃষ্ণ দেব পিতৃব্য ভ্রাতা বৈদ্যনাথ যোগে পিতা জয়রামে যাদবেন্দ্রস্য কংবিং পূর্ব্বে পশ্চাৎ উংবংসা কৃষ্ণরাম আং প্রং বংসা রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী)
  - রামকিশোর
    - কৃষ্ণচন্দ্র
    - গোবিন্দচন্দ্র
      - ভগবান
    - তারাচরণ
  - লক্ষ্মণ
    - শম্ভুচন্দ্র
      - চন্দ্রকান্ত
        - কৃষ্ণচন্দ্র
      - হৃদয়
    - জয়চন্দ্র
      - অক্ষয়
    - গিরিশচন্দ্র
      - কালীনাথ
        - অভয়চরণ (সাং হাসাম দিয়া) (জেঃ যশোহর)
    - মধুসূদন
- রামকা[illegible] (কেশরকু[illegible] চংচৈ হরি[illegible] বিদ্যাবা[illegible] শসা কং[illegible]

বলরামজ জয়রাম বংশাবলী।

বলরামজ জয়রাম বংশাবলী।
১। বলরাম। ২। জয়রাম। ৩। সন্তোস।
(৬৩)
রাধামোহন—(৯১)
(লংবংগ নিধিরাম
আং প্রং বংগ ত্রিভুজ)
ব্রজমোহন—(৯১)
(লংবংগ কেশবতত: পুত্র রাধা
নাথ বরেন প্রং বংগ প্রেমনারায়ণ
বংগ নরনারায়ণ গ্রং
নন্দগোপাল
রঘুনাথ
কৃষ্ণগোবিন্দ
ভঙ্গ
ফকিরচাঁদ
(লংবংগ রামসুন্দর
আং প্রং)
মুরলিধর
লক্ষ্মণ
(সাং কিলপাড়া)
ভৈরব
(উংরংসা
রাধিকা প্রং)
(সাং মালপাড়া)
উমাচরণ
উমেশ
হরি
ননীগোপাল
বিশ্বম্ভর
(কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্যস্য
কংবিং ভঙ্গ সাং গজা
উংবংসা রামকমল প্রং
তারাচাঁদ
লংবংগ পার্ব্বতী গ্রং
উমাকান্ত
হরি
(সাং ধর্ম্মদা)
প্যারীলাল
বিনোদলাল
(সাং বলাগড়)
পান্নালাল
তিনকড়ি
নীলমণি
(সাং গজা)